বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০

গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস)

ময়মনসিংহ।

“ আমার সবচাইতে বড় শক্তি হলো,
আমি বাংলাদেশের মানুষকে ভালবাসি
আর সবচাইতে বড় দুর্বলতা হলো,
আমি বাংলাদেশের মানুষকে খুব বেশী ভালবাসি ”

— বঙ্গবন্ধু —
শেখ মুজিবুর রহমান

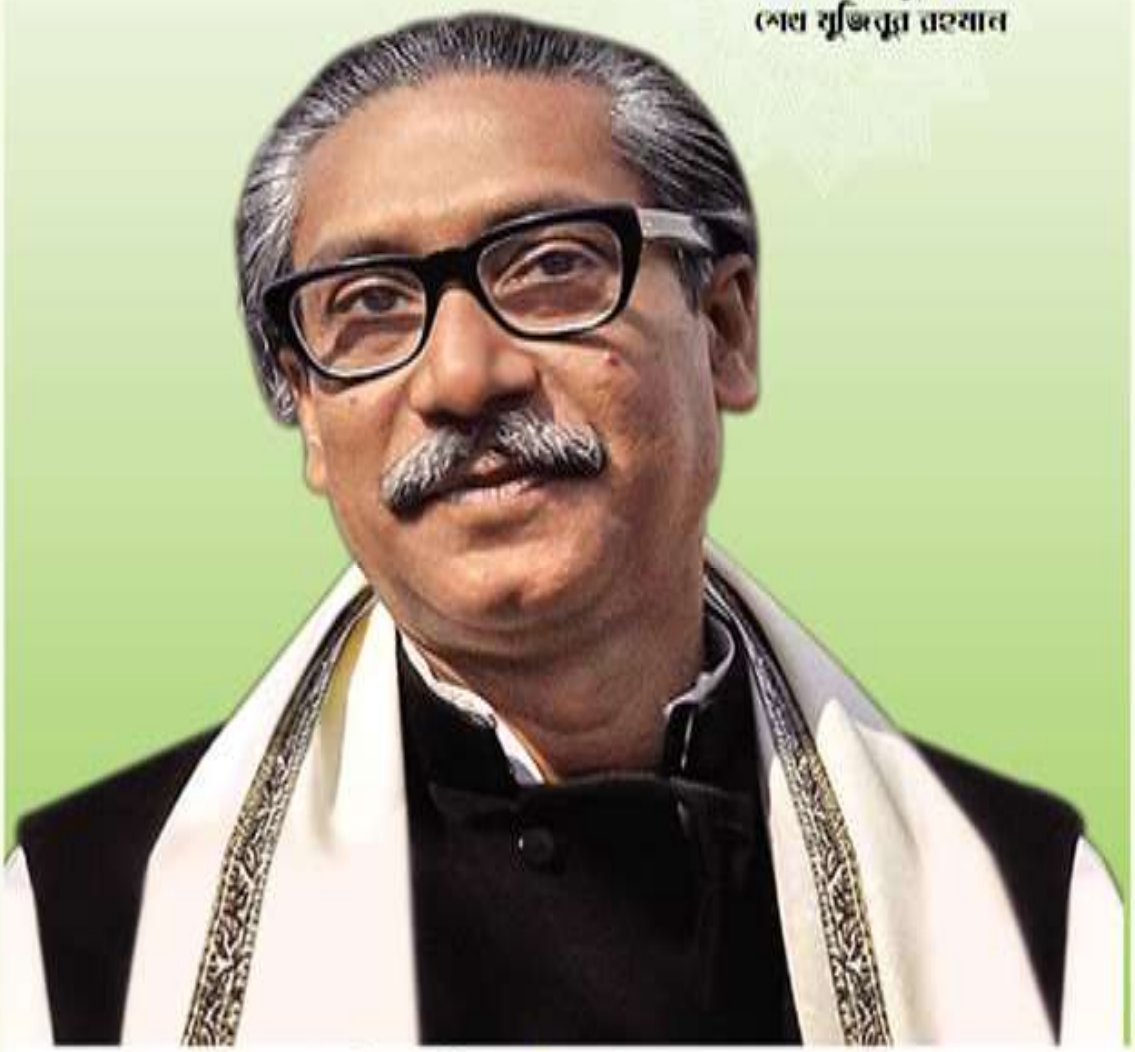

বাঙ্গালী জাতির
স্বপ্নদ্রষ্টা
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান এর

শততম জন্মবার্ষিকীতে
জানাই
প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস)

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০

গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস)
কানিজ মহল, ১০২ জি.বি রোড, সেহড়া মুন্সিবাড়ী, ময়মনসিংহ।
ইমেইল ঃ gramausbd@gmail.com
ওয়েব ঃ www.gramausbd .com
ফোন ঃ ০৯১-৬২৯৯৩, ০১৭৭৮০৫৫৫৩৫

প্রকাশনায়

প্রকাশনা বিভাগ
গ্রামাউস, ময়মনসিংহ।

পৃষ্ঠপোষকতায়

জনাব মোঃ আব্দুল খালেক
নির্বাহী পরিচালক, গ্রামাউস, ময়মনসিংহ।

জনাব মোঃ ফজলুর রহমান
পরিচালক, গ্রামাউস, ময়মনসিংহ।

জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ
উপ-পরিচালক, গ্রামাউস, ময়মনসিংহ।

জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান
উপ-পরিচালক, গ্রামাউস, ময়মনসিংহ।

আশরাফুন নাহার
প্রধান শিক্ষিকা (গ্রামাউস মডেল একাডেমী)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	মাননীয় সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রীর বাণী	০১
	সভাপতির বাণী	০২
	নির্বাহী পরিচালকের বাণী	০৩
১	এক নজরে গ্রামাউস	০৪
১.১-১.৫	নিবন্ধন, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শগত মূল্যবোধ, নেটওয়ার্কিং সদস্য	০৫
২	গ্রামাউস এর সাংগঠনিক কাঠামো	০৬
২.১	কার্যকরী পরিষদ	০৭
২.২	সাধারণ পরিষদ	০৮
২.৩	অর্গানুগ্রাম	০৯
২.৪	কর্মী সংক্রান্ত তথ্য	১০
২.৫	সংস্থার কর্ম-এলাকা	১১
২.৬	কর্ম-এলাকা সম্প্রসারন	১১
২.৭	উপকারভোগী	১২
২.৮	শাখা অফিসের ঠিকানা	১৩
২.৯	প্রকল্প অফিসের ঠিকানা	১৩
২.১০	তহবিলের উৎস	১৪
২.১১	সংস্থার চলমান কর্মসূচি	১৫
৩.	কর্মসংস্থান এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি	১৭
৩.১	গ্রামীন ক্ষুদ্র ঋণ (জাগরণ)	১৮
৩.২	ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ (অগ্রসর)	১৯
৩.৩	কৃষি খাত ক্ষুদ্রঋণ (সুফলন)	২০
৩.৪	বুনিয়াদ	২১
৩.৫	সমৃদ্ধি ঋণ	২২
৩.৬	গৃহায়ন ঋণ	২৩
৪	সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২৪
৪.১	স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	২৫
৪.২	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প	২৫
৪.৩	জরুরী চিকিৎসা, সাহায্য, ত্রাণ ও পূর্নবাসন	২৬
৪.৪	গ্রামাউস মডেল একাডেমি	২৭
৪.৫	উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প	২৯
৪.৬	গ্রামাউস শিশু কানন কর্মসূচি	২৯
৪.৭	মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্প	৩০
৪.৮	সামাজিক বনায়ন ও নার্সারি প্রকল্প	৩০
৪.৯	গ্রামাউস সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ (গিউ)	৩১
৫	মানবাধিকার ও মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	৩৩
৫.১	আদিবাসীদের অধিকার ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প	৩৪
৫.২	গ্রামাউস ট্রেনিং সেন্টার	৩৪
৫.৩	প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন প্রকল্প	৩৬
৫.৪	কেইস স্টাডি	৩৭ - ৪০

মাননীয়
গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী
মহোদয়ের বাণী.....

শরীফ আহমেদ (এম.পি)
প্রতিমন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস) এর ৩৬ বছর পূর্তিতে গ্রামাউস এর সকল কর্মী এবং উপকারভোগীদের জানাই শুভেচ্ছাও অভিনন্দন। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা ফুলপুর উপজেলার জনগণের প্রাণের মানুষ, গণমানুষের নেতা মরহুম শামছুল হক সাহেবের হাত ধরে গড়ে উঠা প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ ৩ যুগ ধরে দরিদ্র অসহায় মানুষের দারিদ্রতা লাঘবসহ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে তৎকালীন বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা বর্তমানে ময়মনসিংহ বিভাগে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে।

বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ ও ২০৪১ অর্থাৎ যথাক্রমে স্বাধীনতার ৫০ বছরে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া এবং উন্নত ও সমৃদ্ধ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তোলার রূপকল্পকে বাস্তবায়নে নিরক্ষরতামুক্ত এবং স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলাকে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় গ্রামাউস এর গৃহিত কার্যক্রম এর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার প্রসার বিষয়ক কার্যক্রমগুলো বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্যমাত্রাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে।

দারিদ্রতা ও ক্ষুধামুক্ত জাতি গঠনের অঙ্গিকার নিয়ে গ্রামাউস এর পদযাত্রা। দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের ক্ষুদ্র উদ্যোগী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা সহ কারিগরী পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে যা বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

গ্রামাউস এর সুদীর্ঘ পথচলায় মাঠপর্যায়ের সকল কর্মী ও সদস্য যারা এই অর্জন ও গৌরবের সম-অংশীদার তাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন।

পরিশেষে গ্রামাউস এর উন্নয়ন ধারা বহমান থাকুক এই প্রত্যাশা করছি।

> "গ্রামাউস এর গৃহিত কার্যক্রম এর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার প্রসার বিষয়ক কার্যক্রম গুলো বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্যমাত্রাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে"

সভাপতির বাণী..

> প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মহীন হাত গুলোকে রূপান্তর করেছে কর্মের হাতিয়ারে। আজকে আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত এজন্য যে, "গ্রামাউস" উত্তোরত্তর সফলতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আশা রাখি এ ধারা যেন অব্যাহত থাকে সমান রেখায়।

বিগত ৩৬ বছরে গ্রামাউস গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করেছে, সংগঠিত ও সচেতন করেছে। দরিদ্রতা, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূর করে প্রাণসঞ্চার করে যাচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতিতে। PKSF সহ বিভিন্ন দেশি বিদেশি দাতা সংস্থার সহযোগিতায় সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে বহুমুখী উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মসূচি। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মহীন হাতগুলোকে রূপান্তর করেছে কর্মের হাতিয়ারে। আজকে আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত এজন্য যে, "গ্রামাউস" উত্তোরত্তর সফলতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আশা রাখি এ ধারা যেন অব্যাহত থাকে সমান রেখায়। আগামী দিনেও গ্রামাউস ক্রমাগত সফলতার দ্বার খুলে এগিয়ে যাবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সংস্থার উপকারভোগী, অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠী, নিষ্ঠাবান কর্মীবাহিনী, সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের সম্মানিত সদস্য, স্থানীয় সুধীজন, প্রশাসন ও বিভিন্ন দাতা সংস্থা যাদের আন্তরিক সহযোগিতা, দিকনির্দেশনা, পরামর্শ ও সমর্থন গ্রামাউসকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে, তাদের প্রতি রইল আন্তরিক অভিবাদন।

এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করতে যারা ঐকান্তিক শ্রম দিয়েছেন তাদের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা। পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের অগ্রযাত্রার মিছিলে আমরা সকলে মিলেমিশে কাজ করে যাব এই আমাদের ব্রত, আর এই কাজে আমরা জয়ী হব ইন্‌শাল্লাহ।

মোঃ আব্দুল হামিদ ভূইয়া
সভাপতি

নির্বাহী পরিচালকের বাণী..

গত ৮ জানুয়ারি ২০১৯ ইং তারিখে 'গ্রামাউস' এর দারিদ্র্য বিমোচনে এবং মানবতার সেবার ৩৬ বছর পূর্ণ হল। এই সুদীর্ঘ সময়ে আমাদের সকল কাজের অনুপ্রেরণা ছিল আমাদের প্রতি উপকারভোগীদের অকুণ্ঠ ভালবাসা ও বিশ্বাস, স্থানীয় সুধীজন, গুণীজন ও জনগণসহ স্থানীয় প্রশাসনের আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতা। গ্রামাউস সৃষ্টি ও পরিচালনায় যাদের অবদান অন্যতম তাদের মধ্যে ফুলপুর তারাকান্দার মা-মাটি- মানুষের নেতা, ভাষা সৈনিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, জননেতা মরহুম শামসুল হক সাহেবের কথা আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। আমরা কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই প্রয়াত সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট প্রমোদ মানকিন মহোদয়ের প্রতি।

সৃষ্টিলগ্নের "চরপাড়া তরুণ সংঘ" আর আজকের 'গ্রামাউস' তার সকল কর্মসূচি সুষ্ঠু ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করণের মধ্য দিয়ে দরিদ্রতা দূর করে টেকসই উন্নয়নের জন্য আরও কার্যকর ও ব্যাপক পরিসরে সেবা প্রদানে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শপথ নিয়েছে। অর্জিত সাফল্য, ব্যর্থতা ও অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে আগামী দিনগুলোতে আরও নিবেদিত হওয়ার জন্য 'গ্রামাউস' প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সাম্প্রতিককালে বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও গ্রামাউস নিজ উদ্যোগে এবং দেশি-বিদেশি দাতা সংস্থার সহায়তায় তহবিল সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দাতা সংস্থাসহ PKSF এর অবদান অনস্বীকার্য। PKSF এর আর্থিক সহযোগিতায় এবং MRA কর্তৃপক্ষের পরামর্শে গ্রামাউস তার ঋণ কার্যক্রমকে ক্রমাগত সম্প্রসারিত করে যাচ্ছে এবং সংস্থার ভিতকে করেছে শক্তিশালী। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টিলগ্নে নিবন্ধন প্রদান করে উন্নয়ন ও সেবা মূলক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ এবং বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ করে কাজ করার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃপক্ষ আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

গত বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম বিষয়ক সামগ্রিক তথ্য সকলের সামনে তুলে ধরা এই প্রতিবেদন প্রকাশের মূল লক্ষ্য। সাফল্য ও ব্যর্থতার সহাবস্থানকে মেনে নিয়ে সফলতার আলো ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আগামী দিনগুলোতে গ্রামাউস তার উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখবে এবং দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে অধিকতর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমরা আশাবাদি।

প্রতিবেদন প্রকাশনাসহ সংস্থার সকল ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিসমূহ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার বিনীত আহবান রেখে সকলের কাছে সু-পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করছি। একই সাথে সকলের প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মোঃ আব্দুল খালেক
নির্বাহী পরিচালক

এক নজরে গ্রামাউস

শুরুর কথা.....

সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করে। এটা মানুষের সহজাত প্রবনতা। সেই প্রবনতাকে মানুষ এখনো অত্যন্ত যত্ন সহকারে ধারণ করে আসছে। দলবদ্ধভাবে বাস করার এই মানসিকতা থেকেই গড়ে উঠে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংঘ, যা সমাজের অবহেলিত মানুষকে একসাথে সুসংগঠিতভাবে বসবাস করার স্বপ্ন দেখায়।

গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের মাঝে বাস করে তাদের মানবেতর জীবন-যাপন দেখে, সমবায়ের উপকারিতা অনুধাবন করে মানবতার কল্যাণে নিবেদিত, আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন কতিপয় নিষ্ঠাবান তরুণ সমাজকর্মী ১৯৮৪ সালে ফুলপুরের অবহেলিত এক গ্রাম- 'চরপাড়া'য় সৃষ্টি করেছিল একটি সংগঠন যার নাম "চরপাড়া তরুণ সংঘ"। "চরপাড়া তরুণ সংঘ"ই কালের বিবর্তনে, সময়ের প্রয়োজনে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় মানবতার কল্যাণে নিবেদিত কর্মীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় "গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস)" নামে সংগঠনের আত্মপ্রকাশ।

গ্রামীণ দরিদ্র প্রতিটি পরিবারে কমপক্ষে ১ (এক) জন ছেলে/মেয়েকে উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা, সচেতনতার মাধ্যমে তাদের সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্রকৃষক, সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্তকরণ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং পারিবারিক আয়বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলে টেকসই উন্নয়ন সাধনের জন্য গ্রামাউস তার কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করে আসছে।

পথ চলা শুরু ঃ ৮ ই জানুয়ারি ১৯৮৪ খ্রিঃ

১.১ নিবন্ধন

■ সমাজ সেবা অধিদপ্তর	ম- ০৪৭৮	তাং - ৩১/১২/১৯৮৫ খ্রিঃ
■ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	FDR-৭৯০	তাং - ২৯/১২/১৯৯৩ খ্রিঃ
■ মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি	০২৮৩০-০৩২৭৩-০০২০১	তাং - ২৫/০৩/২০০৮ খ্রিঃ

১.২ লক্ষ্য

দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করে শিক্ষার আলো বিস্তার, সচেতনতার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন, সমাজে দরিদ্র ও নারীর ক্ষমতায়ন এবং সুশাসনের মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

১.৩ উদ্দেশ্য

- সমাজের পশ্চাৎপদ মানুষদেরকে সংগঠিত করে শিক্ষার আলো বিস্তার ও সচেতনতা সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।
- দলীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে অধিকারবিহীন, বঞ্চিত ও সম্পদহীন জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং তাদের সংহতিকে শক্তিশালী করা।
- লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশ এবং সামাজিক শান্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে সহায়তা প্রদান।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সেবা ও সম্পদে অভিজ্ঞতা নিশ্চিতকরণে বাস্তবভিত্তিক উন্নয়নমূলক তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে চেতনার মান উন্নীত করা।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের চেতনার মান উন্নয়ন, দক্ষতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি, গৃহীত উন্নয়ন কর্মকান্ডকে গতিশীল করার লক্ষ্যে গুণগত পরিবর্তন সাধন করা।
- নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য নিরসনকল্পে নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- সংখ্যালঘু, আদিবাসী, প্রতিবন্ধিদের অধিকার অর্জন, পুনর্বাসন ও আইনী সহায়তা প্রদান করা।
- কৃষি, মৎস্যচাষ ও গবাদী পশুপালন কর্মসূচির মাধ্যমে অগ্রীষ্ট জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়ন সাধন করা।
- উপকারভোগীদের পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, পুষ্টি জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন করা।
- নিরক্ষরতা দূরীকরণে বয়স্ক, কিশোর-কিশোরী ও শিশু শিক্ষা (আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক) কর্মসূচি পরিচালনা করা।
- স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তা করা।
- দলীয় ও ক্ষুদ্র ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের আত্মকর্মসংস্থানে ঋণ সহায়তা প্রদান করা।
- পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে ফলপ্রসূ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

১.৪ আদর্শগত মূল্যবোধ

- সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা
- পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ, ঐক্য, শৃংখলা ও সহযোগিতা
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশীদারিত্ব, আত্মবিশ্লেষণ ও গঠনমূলক সমালোচনা।
  বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণ ও দান।
-

১.৫ নেটওয়ার্কিং সদস্যপদ

- এসোসিয়েশন অব ডেভলপমেন্ট এজেন্সিস ইন বাংলাদেশ (এডাব)
- ক্রেডিট ডেভলপমেন্ট ফোরাম (CDF)
- এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ।
- ক্লাইমেট চেঞ্জ নেটওয়ার্ক।

গ্রামাউস
এর সাংগঠনিক কাঠামো

গ্রামাউস সৃষ্টিলগ্ন থেকেই সুশাসন, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে। গ্রামাউসের কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য ২ ধরণের কাঠামো বিদ্যমান।

০১. কার্যকরী পরিষদ
০২. সাধারণ পরিষদ

২.১ কার্যকরী পরিষদ...

গঠনতন্ত্রের বিধানমতে সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ প্রতি ৩ বছর মেয়াদের জন্য ৬ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচন করেন। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক পদাধিকার বলে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। সাধারণ পরিষদের পক্ষে কার্যনির্বাহী কমিটি সংস্থার যাবতীয় কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতি নির্ধারণীর দায়িত্ব পালন করেন। নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে সংস্থায় নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এই কাঠামো কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা, পরিকল্পনা এবং কার্যক্রম, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন হয়।

কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ

আব্দুল হামিদ ভূইয়া
সভাপতি

আলহাজ্ব মোঃ আব্দুর রশিদ
সহ-সভাপতি

মাহমুদা নাছরিন
কোষাধ্যক্ষ

নূর নাহার বেগম
সাধারণ সদস্য

মোঃ আব্দুল মান্নান
সাধারণ সদস্য

মিজানুর রহমান সংগ্রাম
সাধারণ সদস্য

মোঃ আব্দুল খালেক
সদস্য সচিব

২.২ সাধারণ পরিষদ...

অনুমোদিত গঠনতন্ত্রমতে সাধারণ পরিষদই সংস্থার সর্বোচ্চ কাঠামো। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত সমাজের প্রগতিশীল ২৫ জন সদস্য নিয়ে গ্রামাউস এর সাধারণ পরিষদ গঠিত। প্রতি বছর বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন, বার্ষিক প্রতিবেদন ও অডিট রিপোর্ট এ পরিষদের সাধারণ সভায় গৃহীত ও অনুমোদিত হয়। প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর অন্তর সাধারণ পরিষদের সদস্যগণই কার্যকরী কমিটি গঠন করে থাকেন।

০১। আব্দুল হামিদ ভূইয়া
০২। মোঃ শাহ্জাহান
০৩। মোঃ হোসেন আলী
০৪। নাহিদ নিগার সুলতানা
০৫। রিজা দত্ত
০৬। আলহাজ্ব মোঃ আব্দুর রশিদ
০৭। মোঃ মিরাজ আলী
০৮। খন্দকার ফারুক আহাম্মদ
০৯। মোঃ আনিসুর রহমান সুজা
১০। মোঃ মিজানুর রহমান সংগ্রাম
১১। মোঃ আব্দুস সালাম
১২। মোঃ আব্দুস সাত্তার
১৩। মোঃ জায়েদুর রহমান
১৪। মোঃ গিয়াস উদ্দিন
১৫। মোঃ আব্দুল মান্নান
১৬। মেরাণী তজু
১৭। রেখা রিছিল
১৮। মাহমুদা নাছরিন
২৯। নূর নাহার বেগম
২০। মোঃ নুর উদ্দিন
২১। দিলারা বেগম
২২। মোঃ মোফাখখার হোসেন খোকন
২৩। মোছাঃ রাশেদা বেগম
২৪। মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
২৫। মোঃ হাফিজুর রহমান

৩ অর্গানুগ্রাম

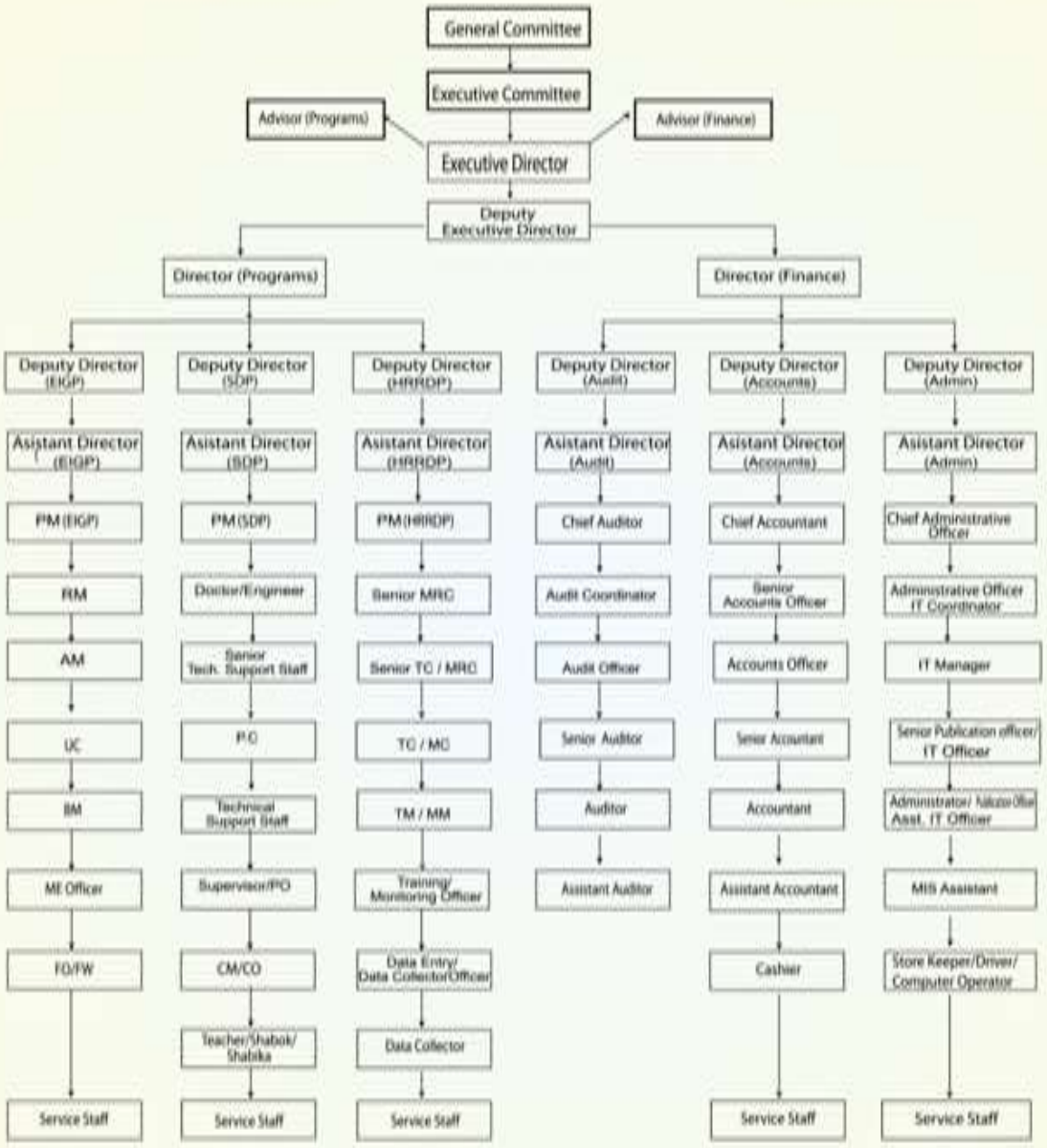

Note :

EIGP - Employement and Income Generation Program
SDP - Social Development Program
HRRDP- Human Rights and Resource Development Program
PM- Program Manager,
RM- Regional Manager
TC - Training Coordinator
MRC - Monitoring and Research Coordinator
PC- Project Coordinator
PO- Project Officer
ZC - Zonal Coordinator
UC - Upazilla Coordinator
MC - Monitoring Coordinator
BM - Branch Manager
TM - Training Manager
FO- Field Officer
FW - Field Worker
CM- Community Manager
MIS - Member Information System
CO- Community Organizer

কর্মী সংক্রান্ত তথ্য

প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল ছাড়া সঠিকভাবে সঠিক সময়ে কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, এ বিশ্বাসকে ধারন করে গ্রামাউস বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মী এবং জেন্ডার সমতা রক্ষার জন্য যোগ্যতা অনুযায়ী পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা কর্মকর্তা/কর্মী নিয়োগ দিয়ে থাকে।

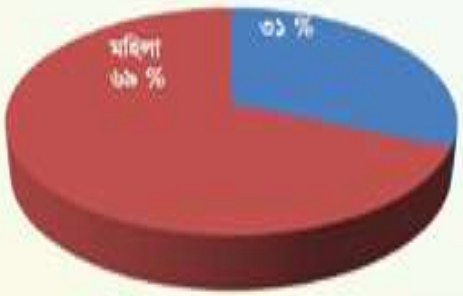

চিত্র ঃ পুরুষ ও মহিলার জেন্ডার বিন্যাস

পদের নাম	পুরুষ	মহিলা	মোট
নির্বাহী পরিচালক	০১	০	০১
পরিচালক	০১	০	০১
উপ-পরিচালক	০২	০	০২
প্রধান শিক্ষিকা	০	০১	০১
প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০	০১
আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক	০১	০	০১
এরিয়া ব্যবস্থাপক	০২	০	০২
প্রকল্প সমন্বয়কারী	০২	০	০২
সিনি: পাবলিকেশন অফিসার	০১	০	০১
আই টি অফিসার	০১	০	০১
উপজেলা সমন্বয়কারী	০৫	০	০৫
সিনিয়র হিসাব রক্ষক	০১	০	০১
হিসাব রক্ষক	০১	০	০১
শাখা ব্যবস্থাপক	১৩	০	১৩
নিরীক্ষক	০১	০	০১
ট্রেনিং ম্যানেজার	০১	০	০১
স্বাস্থ্য সহকারী	০২	০	০২
সহঃ হিসাব রক্ষক	০৮	০	০৮
এম.ই অফিসার	১১	২	১৩
প্রোগাম অর্গানাইজার	০৯	৪	১৩
কম্পিউটার অপারেটর	০	০১	০১
শিক্ষা সুপারভাইজার	০২	০	০২
ফিল্ড অফিসার	৭৭	২১	৯৮
শিক্ষক (আনুষ্ঠানিক)	১৩	১২	২৫
শিক্ষক (উপ-আনুষ্ঠানিক)	০	৩২০	৩২০
স্বাস্থ্য কর্মী	০	১২	১৩
সাপোর্ট স্টাফ	১৮	১৯	৩৭
	১৭৪	**৩৯২**	**৫৬৬**

২.৫ সংস্থার কর্ম-এলাকা

ক্র.	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	পৌরসভা	গ্রাম
১	ময়মনসিংহ	০৮	৮১	০৩	১৬৮৬
২	শেরপুর	০১	১৩	০১	১৮৬
৩	নেত্রকোনা	০২	১৩	০০	৭০
৪	টাঙ্গাইল	০০	০০	০১	০০
৫	গাজিপুর	০৩	২৫	০১	১৭৯
		১৪	১৩২	০৬	২০২১

২.৬ সংস্থার কর্ম-এলাকা সম্প্রসারণ

গ্রামাউস শুরুতে ১৯৮৪ সালে শুধুমাত্র ১টি গ্রামে কাজ শুরু করে যা ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার অন্তর্গত ফুলপুর ইউনিয়নের চরপাড়া গ্রাম। পরবর্তী ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ফুলপুর উপজেলার ৩টি ইউনিয়নের ৮টি গ্রামে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ফুলপুর এবং হালুয়াঘাট উপজেলার ০৮টি ইউনিয়নের ৯০টি গ্রামে এবং ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ফুলপুর ও হালুয়াঘাট উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের ১২৩টি গ্রামে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়।

পরবর্তীতে ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০২ সাল ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর, হালুয়াঘাট, ভালুকা ও ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের ১৮৫টি গ্রামে, নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা ও নেত্রকোণা সদর উপজেলার ০৪টি ইউনিয়নের ৩৯টি গ্রামে এবং শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি উপজেলার ০১টি ইউনিয়নের ১৫টি গ্রামে সর্বমোট ০৩টি জেলার ০৭টি উপজেলার ১৭টি ইউনিয়নের ২৩৯টি গ্রামে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। ২০০৩ সাল থেকে ২০০৭ ইং পর্যন্ত ময়মনসিংহ, শেরপুর ও নেত্রকোণা জেলার ১০ টি উপজেলায় ৮৫টি ইউনিয়নের ১১৫৩টি গ্রামে সংস্থার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২০০৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত উল্লিখিতকর্মএলাকার সাথে সাথে টাঙ্গাইল, গাজিপুর, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ জেলা এবং ময়মনসিংহ পৌরসভা এবং শেরপুর পৌরসভায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। যার ফলে বর্তমানে ৩টি জেলার ১০ টি উপজেলা ও ৩টি পৌরসভার মধ্যে ৯১টি ইউনিয়নের ১১৭৯ টি গ্রামে গ্রামাউস কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০১৫ সালে গ্রামাউস এর কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত হয়ে গাজিপুর জেলার ৩ টি উপজেলায় বিস্তৃতি লাভ করে এবং ২০১৯ সালে গ্রামাউস শিশু কানন এর আওতায় মোট ৮ টি উপজেলায় কার্যক্রম বিস্তৃত করা হয়েছে।

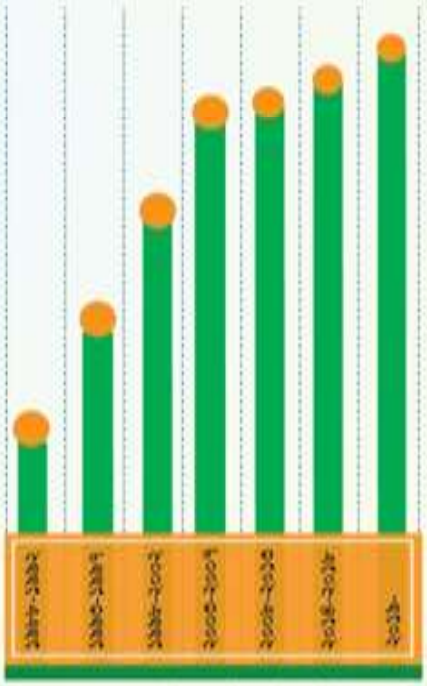

চিত্র : শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত কার্যক্রম বিস্তার সারনী

২.৭ উপকারভোগী

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, আর্থ-সামাজিক ভাবে অনগ্রসর বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত নারী, পুরুষ ও শিশু কিশোররাই সংস্থার লক্ষিত উপকারভোগী। বিশেষ করে দরিদ্র মহিলা, অতিদরিদ্র, ভূমিহীন, প্রান্তিকচাষী, ক্ষুদ্রকৃষক, আদিবাসী, চরাঞ্চলবাসী, প্রতিবন্ধী এবং শিশু ও কিশোর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

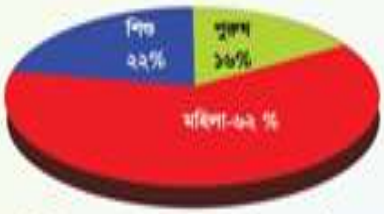

পুরুষ	মহিলা	শিশু	মোট
৬২৭২	২৩৪২০	৮৫৩৬	৩৮২২৮

ভূমিস্বত্বের ভিত্তিতে উপকারভোগীর বর্ণনা ঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	সংখ্যা				বর্ণনা
		পুরুষ	মহিলা	শিশু	মোট	
০১	অতিদরিদ্র	০	২৪৮৮	৩৫৬	২৮৪৪	বসতবাড়ী ব্যাতীত অন্যকোন জমি নেই, এমন দিনমজুর, ভিক্ষুক, বিধবা, স্বামী পরিত্যাগতা, চরাঞ্চলবাসী, আদিবাসী।
০২	ভূমিহীন	৬৩১	১২৬৮২	২৬৮১	১৫৯৯৪	সর্বোচ্চ জমি ৫ শতাংশ বা সমমূল্যের সম্পদের মালিক
০৩	প্রান্তিক চাষী	১১৪৭	৭৩৮৬	২৮৫১	১১৩৮৪	৫ শতাংশের উর্দ্ধে কিন্তু ১.৫০ একর এর নিচে জমি বা সম মূল্যের সম্পদের মালিক।
০৪	ক্ষুদ্র কৃষক	৪৪৯৪	৮৬৪	২৬৪৮	৮০০৬	১.৫০ একর থেকে সর্বোচ্চ ২.৫০ একর পর্যন্ত জমি বা সমমূল্যের সম্পদের মালিক।
মোট		৬২৭২	২০৩৩৯	৮৫৩৬	৩৮২২৮	

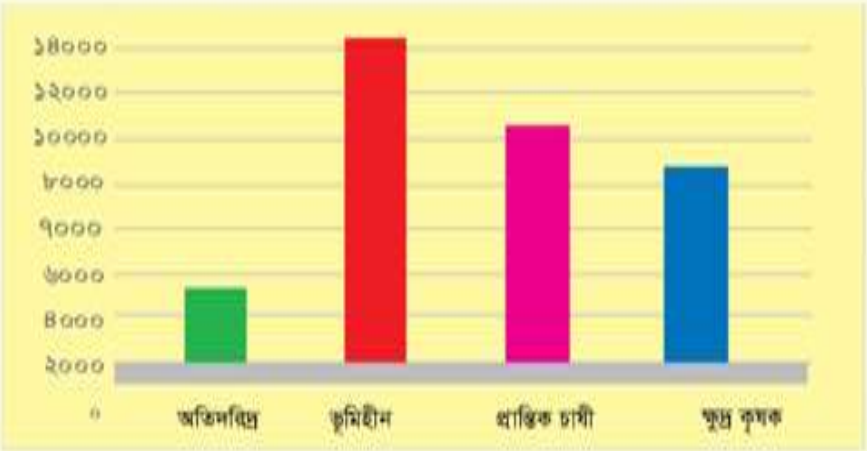

২.৮ শাখা অফিস সমূহের ঠিকানা

শাখা কোড	শাখার নাম	শাখার ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
০১	ফুলপুর শাখা,	ফুলপুর, ময়মনসিংহ,(পুরাতন কোর্ট ভবন সংলগ্ন),	০১৭০১-৬৬১৬০১
০২	হালুয়াঘাট শাখা,	ধোবাউড়া রোড, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ,	০১৭০১-৬৬১৬০২
০৩	বওলা শাখা,	বওলা বাজার, ময়মনসিংহ,	০১৭০১-৬৬১৬০৪
০৪	ধারা শাখা	নালিতাবাড়ী রোড, ধারা বাজার, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।	০১৭০১-৬৬১৬০৫
০৫	ফুলবাড়িয়া শাখা,	ময়মনসিংহ রোড, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।	০১৭০১-৬৬১৬০৬
০৬	তারাকান্দা শাখা,	মধুপুর, মঞ্চলবাড়ি, তারাকান্দা, ময়মনসিংহ।	০১৭০১-৬৬১৬০৭
০৭	ধোবাউড়া শাখা	পঞ্চানন্দপুর, ধোবাউড়া ময়মনসিংহ।	০১৭০১-৬৬১৬০৮
০৮	শম্ভুগঞ্জ শাখা	শম্ভুগঞ্জ বাজার, বাইপাস মোড়, ময়মনসিংহ।	০১৭০১-৬৬১৬০৯
০৯	ভাইটকান্দি শাখা	ভাইটকান্দি বাজার, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।	০১৭০১-৬৬১৬১১
১০	সদর শাখা	কানিজ মহল, ১০২, সেহড়া ডি.বি রোড, ময়মনসিংহ।	০১৭০১-৬৬১৬১২
১১	সমৃদ্ধি শাখা	নওয়া, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।	০১৭০১-৬৬১৬১৩
১২	সীডস্টোর শাখা	জালবাজার রোড, সীডস্টোর, ভালুকা, ময়মনসিংহ।	০১৭০১-৬৬১৬১৪
১৩	জৈনাবাজার শাখা	জৈনাবাজার,শ্রীপুর, গাজিপুর।	০১৭০১-৬৬১৬১৫
১৪	মাওনাবাজার শাখা	মাওনা বাজার, শ্রীপুর, গাজিপুর।	০১৭০১-৬৬১৬১৬
১৫	শ্রীপুর শাখা	টেংরা বাজার, শ্রীপুর, গাজিপুর।	০১৭০১-৬৬১৬১৭
১৬	ভাওয়াল মির্জাপুর শাখা	মাষ্টারবাড়ী রোড, ভাওয়াল মির্জাপুর, শ্রীপুর, গাজিপুর।	০১৭০১-৬৬১৬১৮
১৭	সালনা শাখা	সালনা বাজার, গাজিপুর সদর, গাজিপুর।	০১৭০১-৬৬১৬১৯
১৮	বানিয়ারচালা শাখা	বানিয়ারচালা মেম্বারবাড়ী, গাজিপুর সদর, গাজিপুর	০১৭০১-৬৬১৬১০

২.৯ প্রকল্প অফিস সমূহের ঠিকানা

গ্রামাউস মডেল একাডেমী
গোদারিয়া, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
মোবাইল নম্বর ঃ ০১৭৮৮-৫৬৩৪৮১

গ্রামাউস ট্রেনিং সেন্টার
১০২ ডি.বি রোড, ময়মনসিংহ
মোবাইল নম্বর ঃ ০১৭০১-৬৬১৬৩৭

গ্রামাউস শিশু কানন কর্মসূচি
ময়মনসিংহ সদর উপজেলা ঃ ১০২ ডি.বি রোড,ময়মনসিংহ
ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা ঃ হারুয়া বাজার, ঈশ্বরগঞ্জ
গৌরিপুর উপজেলা ঃ নয়াপাড়া, গৌরিপুর, ময়মনসিংহ।
ফুলপুর উপজেলা ঃ দেওখালী , ভাইটকান্দি, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
মুক্তাগাছা উপজেলা ঃ নতুন বাজার খাদ্য গুদাম রোড, মুক্তাগাছা।
ফুলবাড়িয়া উপজেলা অফিস ঃ পল্লী বিদ্যুৎ অফিস সংলগ্ন, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

গ্রামাউস ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (গিডি)
নওয়া, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।

প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচী, নওয়া, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।

NFPE লিয়াজো অফিস পুরাতন কোর্ট ভবন সংলগ্ন, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।

২.১০ সংস্থার তহবিলের উৎস

ক) সংস্থার বর্তমান তহবিলের উৎস ঃ

- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)
- বাংলাদেশ ব্যাংক - গৃহায়ন তহবিল ।
- সাউথইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড।
- স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড।
- NCC ব্যাংক লিমিটেড।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
- BRAC
- ময়মনসিংহে পৌরসভা ।
- দলীয় সদস্যদের সঞ্চয় ।
- ঋণ কার্যক্রমের সার্ভিস চার্জ।
- স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অনুদান।

খ) সংস্থার অতীত সহযোগী প্রতিষ্ঠান ঃ

- APHD - Hong Kong
- IFAD-DAE
- FAO-DAE
- WFP-USAID
- SDNP-UNDP
- ADB-বন বিভাগ
- REFPI-BARI-PROSHIKA
- FPAB-USAID
- ADAB-PROSHIKA
- DNFE
- HKI
- Data International (DI)
- Save the Children (Australia)
- DFID-UNICEF-DPHE
- সোনালী ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক, MTB
- GIZ,
- ADB-DPHE,

২.১১ সংস্থার চলমান কর্মসূচি

গ্রামাউস সকল প্রকল্প সমূহ সংস্থার ৩ টি মূল কর্মসূচির অধীনে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। নিম্নে সংস্থার কর্মসূচিসমূহ এবং তার অধীনে বাস্তবায়নকৃত প্রকল্প সমূহের নাম উল্লেখ করা হল ঃ-

কর্মসংস্থান এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম (EIGP)

ক) গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প-জাগরণ
খ) ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ প্রকল্প-অগ্রসর
গ) কৃষিখাত ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প-সুফলন
ঙ) অতি দরিদ্রদের জন্য ঋণ প্রকল্প-বুনিয়াদ
চ) গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রকল্প -Housing Loan
ছ) পরিবারভিত্তিক সমন্বিত উদ্যোগ - ENRICH (সমৃদ্ধি)

সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি (SDP)

ক. স্বাস্থ্য কর্মসূচি ঃ

ক.১. স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।
ক.২. প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প।
ক.৩. জরুরী চিকিৎসা, সাহায্য, ত্রাণ ও পুর্নবাসন প্রকল্প।

খ. শিক্ষা কর্মসূচি ঃ

খ.১. গ্রামাউস মডেল একাডেমী (আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প)
খ.২. উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প)
খ.৩. গ্রামাউস শিশু কানন (GSKP) কর্মসূচি
খ.৪ মৌলিক স্বাক্ষরতা উন্নয়ন প্রকল্প

গ. কৃষি ও পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি ঃ

গ.১. সামাজিক বনায়ন ও নার্সারী প্রকল্প।
গ.২. গ্রামাউস সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ (GIDI)

মানবাধিকার ও মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি (HRRDP)

ক. মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ (THRD)
খ. গ্রামাউস ট্রেনিং সেন্টার (GTC)
গ. আদিবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (LDPT)
ঘ. প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি।

কর্মসংস্থান এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম (EIGP)

মাননীয় সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ কর্তৃক সমৃদ্ধি কর্মসূচির উপকারভোগীদের সহায়তা প্রদান।

৩ কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম (EIGP)

ভূমিকা :-

গ্রামীণ ও শহরের অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠি, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত শ্রমজীবী, দরিদ্র ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্রকৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, আদিবাসী ও চরাঞ্চলবাসীদের সংগঠিত করে বিভিন্ন শ্রেণির জন্য বিভিন্ন ধরণের চাহিদামাফিক ক্ষুদ্রঋণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচন তথা জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণের জন্য গ্রামাউস ১৯৯৩ সাল থেকে নিজস্ব অর্থায়নে ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। ক্ষুদ্রঋণ মূলত দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাদের ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণের সুযোগ কম বা নাই, তাদের সাথে অনানুষ্ঠানিক ব্যাংকিং কার্যক্রম। বর্তমানে গ্রামাউস পল্লীকর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF), সোনালী ব্যাংক, মিউচুয়্যাল ট্রাস্ট ব্যাংক, সাউথইস্ট ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংক এর আর্থিক সহযোগিতায় ময়মনসিংহ জেলার ৬টি উপজেলা এবং গাজিপুর জেলার ৩ টি উপজেলায় মোট ১৮ টি শাখার মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

উদ্দেশ্য :-

- ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে যাদের ঋণ গ্রহণের সুযোগ কম বা নাই তাদের জন্য ঋণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- উপকারভোগীদের আত্ম-কর্মসংস্থান ও টেকসই আয়ের উৎস সৃষ্টি করা।
- মহাজনদের উপর নির্ভরশীলতা কমানো।
- সঞ্চয়ের মাধ্যমে তহবিল তৈরিতে সহায়তা করা।
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা।
- দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ন করা।

এক নজরে গ্রামাউস এর প্রোডাক্ট ভিত্তিক উপকারভোগী ও ঋণের পরিমান

ক্রম	প্রোডাক্ট	উপকারভোগী	ঋণের পরিমান
১	গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ-জাগরণ	গ্রামীণ ও শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠি ভূমিহীন, চরাঞ্চলবাসী, আদিবাসী	১০,০০০/- থেকে ৪৯,০০০/-
২	ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ-অগ্রসর	গ্রামীণ ও শহুরে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা	৩০,০০০/- থেকে ১০,০০,০০০/-
৩	কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ - সুফলণ	প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্র চাষী, কৃষিজাত পন্য ব্যবসায়ী	১০,০০০/- থেকে ৪৯,০০০/-
৪	অতি দরিদ্রদের জন্য ঋণ-বুনিয়াদ	বস্তিবাসী, ভিক্ষুক, দিনমজুর, মৌসুমী শ্রমিক, জেলে, কামার, কুমার, রিক্সা, ভ্যান ও নৌকা চালক, শারীরিক প্রতিবন্ধি, ভ্রাম্যমান যৌনকর্মী ইত্যাদি।	১০,০০০/- থেকে ৪৯,০০০/-
৫	গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রকল্প (Housing Loan)	গ্রামীণ ও শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠি ভূমিহীন, চরাঞ্চলবাসী, আদিবাসী	৭০,০০০/-
৬	পরিবার ভিত্তিক সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ- সমৃদ্ধি (ENRICH)	৫নং ফুলপুর ইউনিয়নের ৫৮০০ (প্রায়) পরিবার	১০,০০০/- থেকে ১০,০০,০০০/-

৩.১ গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ-জাগরণ

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠি (ভূমিহীন ও প্রান্তিকচাষি) দের সংগঠিত করে সার্বিক সচেতনতা সৃষ্টি ও ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন সাধনের জন্য 'গ্রামাউস' ১৯৯৩ সাল থেকে নিজস্ব অর্থায়নে উক্ত ঋণদান কর্মসূচি চালু করে। পরবর্তিতে ১৯৯৫ সাল থেকে PKSF এর সহযোগীতা নিয়ে বর্তমান পর্যন্ত উক্ত কর্মসূচি সংস্থার ১৮ টি শাখার মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে মহিলাদের পরিবারে ও সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষেই উক্ত কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে আসছে।

উদ্দেশ্য ঃ-

- গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের আয়বর্ধক প্রকল্পে সম্পৃক্ত করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবারে ও সমাজে মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা।
- বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক আলোচনা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করে মহিলা ও শিশুদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ে সচেষ্ট করা।
- সঞ্চয়ী অভ্যাস তৈরি করে জরুরী প্রয়োজনে কাজে লাগানো এবং নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি করে আয় বর্ধক কর্মসূচি পরিচালনায় উৎসাহিত করা।

সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ঃ -

- ভূমিহীন সদস্যদের সংগঠিত করে দলগঠন।
- দলে সংগঠিত সদস্যদের সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।
- আয়-বর্ধক প্রকল্প বাস্তবায়নে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান।
- সাপ্তাহিক সভায় বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে দক্ষতা, সচেতনতা ও সঞ্চয়ী অভ্যাস তৈরী করা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে জাগরণ খাতে
ঋণস্থিতি, সদস্য এবং সঞ্চয় সংক্রান্ত তথ্য ঃ

সদস্য সংখ্যা	১২৩২৮ জন।
ঋণী সংখ্যা	৮৭৯৭ জন।
সঞ্চয় স্থিতি	৪.৯০ কোটি টাকা।
ঋণ স্থিতি	১৫.০৫ কোটি টাকা।

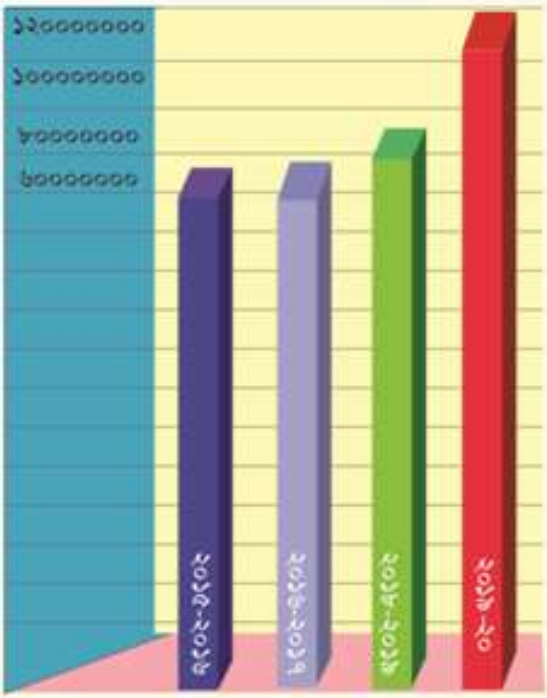

বিগত ৪ (চার) বছরে জাগরনে ঋণস্থিতি

৩.২ ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ-অগ্রসর

বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় সংগঠিত সমিতির সফল ঋণ পরিচালনাকারী বা অগ্রসরমান ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতা যাদের ঋণের সঠিক ব্যবহারের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে তাদেরকে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, যাদের উদ্যোগে কর্ম সংস্থানের সৃষ্টির সুযোগ আছে তাদের নিয়ে "ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ-অগ্রসর কর্মসূচি ২০০৫ সাল থেকে PKSF এর সহযোগিতায় পরিচালনা করে আসছে গ্রামাউস। ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ সময়ের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি ঋণ কর্মসূচি যা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির ভাবমূর্তি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। Agrosor কর্মসূচি থেকে ঋণ গ্রহণ করে অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে সফলতার পাশাপাশি অতিরিক্ত কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করে দেশের সার্বিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ৩০,০০০/- থেকে ১০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ১ থেকে ২ বছর মেয়াদী ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগ যেমন, ছোট ব্যবসা, মাছ চাষ, গরুর ফার্ম, হাঁস-মুরগীর ফার্ম, প্রেস, রাইসমিল পরিচালনা, অটো, টেম্পো , সিএনজি এবং মাইক্রোবাসসহ বিভিন্ন প্রকল্পে সদস্যগণ বিনিয়োগ করে থাকেন।

উদ্দেশ্য ঃ-

- ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনায় সফল এবং অগ্রসরমান সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রকল্প গ্রহণে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের আর্থিক যোগানে সহযোগিতা প্রদান করা।
- ক্ষুদ্র উদ্যোগী সদস্যদের স্ব-কর্ম সংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি অতিরিক্ত কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করে জাতীয় অগ্রগতি ও অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখা।
- ক্ষুদ্র উদ্যোগী সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি করে পর্যায়ক্রমে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসাবে সৃষ্টির পিছনে সহযোগিতা প্রদান করা।

সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ঃ -

- সদস্য নির্বাচন ও ক্ষুদ্র উদ্যোগী সংগঠিত করণ।
- প্রকল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- গৃহিত প্রকল্প/ উদ্যোগ পরিচালনায় ঋণ প্রদান।
- সঞ্চয়ী অভ্যাস সৃষ্টি।

২০১৯-২০ অর্থবছরে-অগ্রসর খাতে
ঋণস্থিতি, সদস্য এবং সঞ্চয় সংক্রান্ত তথ্য ঃ

সদস্য সংখ্যা	৪৯০০ জন
ঋণী সংখ্যা	৩৭১৭ জন
সঞ্চয় স্থিতি	৪.৪০ কোটি টাকা
ঋণ স্থিতি	১৫.৪৩ কোটি টাকা

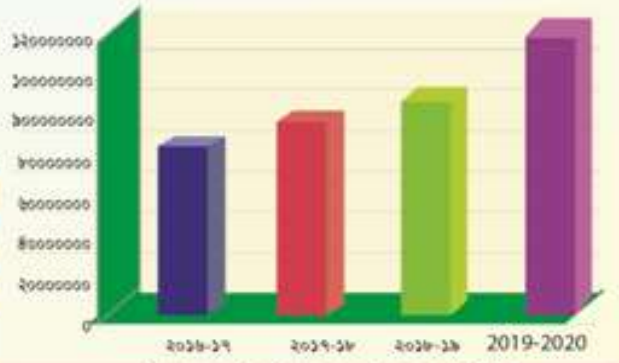

বিগত ৪ (চার) বছরে অগ্রসরের ঋণস্থিতি

৩.৩ কৃষি খাত ক্ষুদ্রঋণ-সুফলন

প্রান্তিক ও ক্ষুদ্রচাষী এবং কৃষি উদ্যোক্তাদের দেশে বিদ্যমান দুর্বল ঋণ ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষিতে প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর মাধ্যমে ঋণ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার জন্য PKSF & BANK এর অর্থায়নে গ্রামাউস ২০০৫ সাল থেকে উক্ত কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। কর্মসূচির আওতায় সংগঠিত কৃষকদের বিদ্যমান ও নতুন কৃষি এবং অকৃষি ব্যবসায় বিনিয়োগের মাধ্যমে সামর্থ্য বৃদ্ধি ও বাজার সংযোগ ঘটানোর লক্ষ্য নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এছাড়া কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদন ও কর্ম সংস্থান বাড়ানো এবং বহুবিধ আয়ের উৎস সৃষ্টিতে সহায়তা করা হচ্ছে যা প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মাথাপিছু আয়, সক্ষমতা ও খাদ্য নিশ্চয়তা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

উদ্দেশ্য ঃ-

- দরিদ্র কৃষকগোষ্ঠিকে চাহিদা মাফিক, কৃষির জন্য উপযোগী এবং টেকসই ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রদান করা।
- কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে তথ্য সরবরাহ, নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ, প্রদর্শণী প্লটস্থাপন এবং উৎপাদিত পন্যের বাজারজাত করণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।
- কৃষি উন্নয়নে সম্ভাব্য অগ্রগণ্য শক্তি হিসাবে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের বিবেচনা করে বাংলাদেশের কৃষি নির্ভর অর্থনীতি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখতে সহায়তা করা।

সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ঃ -

- প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার চিহ্নিত করণ ও দলে সংগঠিত করণ।
- আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদাণ।
- সদ্য উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক প্রদর্শনী প্লট স্থাপন।
- কৃষকের চাহিদা ও উপযোগী ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ।
- সাপ্তাহিক সভায় বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে দক্ষতা, সচেতনতা ও সঞ্চয়ী অভ্যাস তৈরি করা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে-সুফলন খাতে ঋণস্থিতি, সদস্য এবং সঞ্চয় সংক্রান্ত তথ্য ঃ

সদস্য সংখ্যা	৩৮২ জন
ঋণী সংখ্যা	২৬৮জন
সঞ্চয় স্থিতি	.১৮ কোটি টাকা
ঋণ স্থিতি	.৬৭ কোটি টাকা

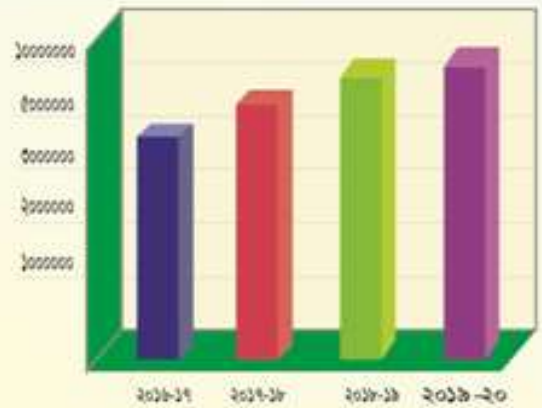

বিগত ৪ (চার) বছরে সুফলন ঋণস্থিতি

৩.৪ অতি দরিদ্রদের জন্য ঋণ কর্মসূচি-বুনিয়াদ

সামাজিক ভাবে অনগ্রসর, অন্যের দয়ার উপর নির্ভরশীল, অন্যলোকের আশ্রয়ে বসবাসরত এবং অদক্ষ লোক যাদের সামাজিক ও উন্নয়ন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মুল্যায়ন করা হয় না তাদেরকে সংগঠিত করে মুলধারার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য অতি দরিদ্রদের ঋণ কর্মসূচি-বুনিয়াদ প্রথমে সাইপ প্রকল্পের আওতায় ২০০৩ সাল থেকে এবং ২০০৭ সাল থেকে PKSF এর সহযোগীতা উক্ত কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। গতানুগতিক ঋণ কার্যক্রমের যাদের সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ কম, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা থেকে যারা বঞ্চিত তাদেরকে সামাজিক ও উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করা অতীব জরুরী। আর সে জন্যই সমাজের ভিক্ষুক, ভবঘুরে, পতিতা, পথকলি পরিবার, বস্তিবাসী, মৌসুমী শ্রমজীবী, ভূমিহীন, অন্যের আশ্রয়ে বসবাসরত, শুধুমাত্র দৈনিক শ্রমের উপর নির্ভরশীল, গৃহভৃত্য, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা নারী যে অন্যের দয়ার উপর নির্ভরশীল, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু পরিবার যারা সামাজিক ভাবে অনগ্রসর তাদের সংগঠিত করে গতানুগতিক ঋণ কার্যক্রমের বাইরে এনে তাদের জন্য সহনীয় ও প্রয়োজনীয় ঋণ কার্যক্রম ও অন্যান্য সহযোগিতা পরিচালনা করা হচ্ছে।

উদ্দেশ্য ঃ-

- সঞ্চয়ী অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে নিজস্ব মুলধন সৃষ্টি, চাহিদা অনুযায়ী আয়-বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সহণীয় ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা।
- ন্যূনতম স্বাস্থ্য-শিক্ষা, বাসস্থান, বস্ত্র, নিরাপদ পানি এবং আরোগ্যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান করা।
- দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি বা আয়-বর্ধক কর্মসূচি সৃষ্টির মাধ্যমে ন্যূনতম মানবিক মর্যাদার সাথে মৌলিক চাহিদা পুরণের উপায় ও সংগতি/সামর্থ্য বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।

সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ঃ

- অতি দরিদ্রদের চিহ্নিতকরণ ও ক্ষুদ্র দলে সংগঠিত করা।
- অতি দরিদ্রদের জন্য সহনিয় ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা।
- দক্ষতা বৃদ্ধি ও সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সাপ্তাহিক সভায় বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে দক্ষতা, সচেতনতা ও সঞ্চয়ী অভ্যাস তৈরি করা।

২০১৯-২০ অর্থবছরে-বুনিয়াদ খাতে ঋণস্থিতি, সদস্য এবং সঞ্চয় সংক্রান্ত তথ্য ঃ

সদস্য সংখ্যা	৪৩৭৭ জন
ঋণী সংখ্যা	৩১৭৯ জন
সঞ্চয় স্থিতি	১.৬১ কোটি টাকা
ঋণ স্থিতি	৫.১৫ কোটি টাকা

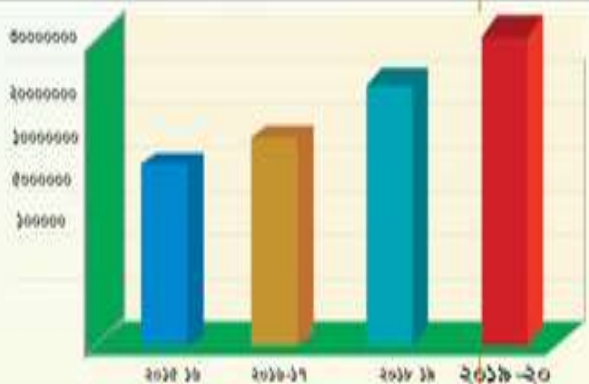

বিগত ৫বছরে বুনিয়াদ খাতে ঋণ স্থিতির চিত্র

৩.৫ দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি / ENRICH) কর্মসূচি ঃ-

PKSF এর সহযোগিতায় "পরিবার ভিত্তিক সমন্বিত উন্নয়ন ঃ একটি ইউনিয়ন একটি সহযোগি সংস্থা এর আওতায় দারিদ্রতা দুরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি / **ENRICH**) কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গ্রামাউস ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার ৫নং ফুলপুর ইউনিয়নকে নির্বাচিত করে কাজ শুরু করেছে। সমৃদ্ধি / **ENRICH** একটি নতুন দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি। নির্বাচিত ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবারের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে উপকারভোগী পরিবার নির্বাচন করার জন্য ইতিমধ্যেই জরিপ কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি পরিবারের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করা হচ্ছে।

সমৃদ্ধি / ENRICH কর্মসূচির উদ্দেশ্য ঃ-

- দরিদ্র পরিবারের বিদ্যমান সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহার।
- দরিদ্র পরিবারকে কর্মসূচিতে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে টেকসই ভিত্তিতে তাদের দারিদ্র্য নিরসন করা।
- স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টিতে দরিদ্রের অভিজ্ঞমতা নিশ্চিত করা।
- কমিউনিটি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও পরবর্তী পুর্নবাসনে দরিদ্রদের নিজস্ব ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- তৃণমুল পর্যায় থেকে সরকারী বেসরকারী সহযোগিতায় বাস্তবায়নযোগ্য একটি নতুন দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন ধারনার উন্মেষ ঘটানো।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন খাতে ঋণ স্থিতি, সদস্য ও সঞ্চয় সংক্রান্ত তথ্য

খাতের নাম	সদস্য	ঋণী	সঞ্চয়স্থিতি	ঋণ স্থিতির পরিমান
আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রম	১৪৭৬ জন	৮৫৮ জন	.৬৭ কোটি টাকা	২.৪০ কোটি টাকা
সম্পদ সৃষ্টি	৬৫ জন	৬৫ জন	৫৭০০০ টাকা	.১৬ কোটি টাকা
জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন	৮০ জন	৮০ জন	৬২০০০ টাকা	.০৭ কোটি টাকা

৩.৬ গৃহায়ন ঋণ

স্বাস্থ্যসম্মত স্থায়ী বাসস্থান একজন মানুষের মৌলিক অধিকার। কিন্তু দারিদ্র্যের কষাঘাতে অনেক দরিদ্র পরিবারের পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠেনা। একটি স্থায়ী বাসস্থান হিসাবে একটি ভাল গৃহ নির্মাণ করতে অথবা একটি গৃহের জন্য প্রতিনিয়ত প্রতিকূল অবস্থার সাথে লড়াই করে বাঁচতে হয় দরিদ্র মানুষের। দরিদ্র মানুষের এই মৌলিক চাহিদা পুরণে গ্রামাউস' এর সংগঠিত-বুনিয়াদ এবং জাগরণ সদস্যদের পাশাপাশি ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার দরিদ্র মানুষের গৃহ নির্মাণে বাংলাদেশ ব্যাংক, গৃহায়ন তহবিলের সহযোগিতায় ২০০৫ সাল থেকে উক্ত কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে নির্ধারিত মান ও ডিজাইন অনুযায়ী (২৪' × ১২') দোচালা টিনের ঘর নির্মাণে সহজ শর্তে ৭০,০০০/- টাকা করে ঋণ দেয়া হয়।

উদ্দেশ্য ঃ-

- দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা হিসাবে একটি স্থায়ী ও স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান নির্মাণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।
- প্রতিকূল আবহাওয়ার সাথে মোকাবেলা করে, রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ঃ -

- সংস্থার সংগঠিত সমিতির সদস্যদের মধ্য থেকে প্রকল্পের জন্য উপকারভোগী নির্বাচন।
- গৃহ নির্মানের জন্য ঋণ বিতরণ।

বিগত ৪ বছরে গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রমে বিতরণকৃত ঋণের পরিমান -

সাল	সমিতি সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	ঋণগ্রহিতার সংখ্যা	বিতরণকৃত ঋণের পরিমান (লক্ষ টাকায়)
২০১৮-১৯	১৮	৩০	৩০ জন	২১.০০
২০১৭-১৮	২০	৩০	৩০ জন	২১.০০
২০১৬-১৭	১০	১৭	১৭ জন	১১.৬০
২০১৫-১৬	১০	১৭	১৭ জন	১১.৬০
সর্বমোট	৫৮	৯৪	৯৪ জন	৬৫.২০

গ্রামাউস এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্যানিটেশন কার্যক্রম এর উদ্বোধন ঘোষণা করেন
মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য ময়মনসিংহ-২
জনাব শরীফ আহমেদ এমপি

সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি.....

৪.১ স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহায়তায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ৫ নং ফুলপুর ইউনিয়ন-এ স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও নিরাপদ পানি সরবরাহ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে অভ্যাসকরণের মাধ্যমে শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্যানিটেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে । ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় বিষয় ভিত্তিক জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নেই এমন পরিবার সনাক্ত করে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনের জন্য পরিবার নির্বাচন করা হয়। স্থানীয়ভাবে উন্নত মানের রিং ও স্লাব তৈরি করে নির্বাচিত প্রতিটি পরিবারের জন্য বিনামূল্যে ৫টি রিং ও ১টি স্লাব বিতরণ করা হয় । এখন পর্যন্ত প্রকল্প থেকে ২৪৫ টি পরিবারে মাঝ বিনামূল্যে ল্যাট্রিন বিতরণ করা হয় ।

রোগ মুক্তির অন্যতম মাধ্যম হল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা । দৈনন্দিন জীবনের হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য গ্রামাউস এর স্বাস্থ্যসহকারী ও স্বাস্থ্য সেবিকাগণ প্রতি খানায় খানায় প্লাস্টিকের বোতলের মধ্যে ডিটারজেন্ট সাবান পানিতে মিশ্রণ করে বোতলের কর্ক ছিদ্র করে হাতের নাগালের কাছে রেখে দেন এবং পরিবারের সকলেই ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। এখন ফুলপুর ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবারই হাত ধোয়ার চর্চা করে যাচ্ছে

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের সকল বিষয় সমূহকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অন্যতম বিষয় হল স্বাস্থ্য বিষয়ক সভা । এই সভার মাধ্যমে খাদ্য,পুষ্টি,সাজনার চাষ,পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা,গর্ভবতী পরিচর্চা, টিকা সংক্রান্ত,কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্যও পরিচর্চা,পরিবার-পরিকল্পণা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় । প্রত্যেক স্বাস্থ্যসেবিকা মাসে ৪ টি করে স্বাস্থ্য বিষয়ক সভা করে থাকে ।

৪.২ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প।

গ্রামীণ পটভূমিতে সচেতনতার অভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী তাই জনগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রবণতা হ্রাস করতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি পরিকল্পিত পরিবার গঠনের জন্য গ্রামাউস ১৯৮৭ সাল থেকে FPAB এর সহযোগিতায় 'উভাপা-২' নামক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় সংস্থার সংগঠিত সকল সমিতিতে সাপ্তাহিক সভায় আলোচনা করে এবং FPAB ও সরকারি সহযোগিতায় পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করানো ও এ সংক্রান্ত সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এ পর্যন্ত গ্রামাউস কর্তৃক বাস্তবায়িত পরিবার পরিকল্পণা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক্রম	পরিবার পরিকল্পণা বিষয়ক পদ্ধতি		গ্রহণকারীর সংখ্যা
১	স্থায়ী পদ্ধতি	টিউবেকটমি	৩০০১ জন
		ভেসেকটমি	২৭৮ জন
২	মেয়াদী পদ্ধতি	ইনজেকশন	১১৫২ জন
		কপারটি	৬৮৪ জন
৩	অস্থায়ী পদ্ধতি	খাবার বড়ি	১০৭২০ জন
		কনডম	৩৭৮১ জন

৪.৩ গ্রামাউস মডেল একাডেমি

যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং সৃজনশীলতা বিকাশে অঙ্গীকারবদ্ধ সে জাতি তত বেশি উন্নত। বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে আমাদের আগামী প্রজন্মকে শুরু থেকেই তথ্য প্রযুক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি আধুনিক, যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষাদান।

আজকের শিশুরা নেতৃত্ব দিবে আগামী দিনে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিশেষ করে দরিদ্র শিশুদের যুগের সাথে গতিশীল করার মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির প্রয়াসে গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস) এর নতুন চিন্তা চেতনা থেকেই গড়ে তোলা হয়েছে ব্যতিক্রমী আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান **'গ্রামাউস মডেল একাডেমি'**।

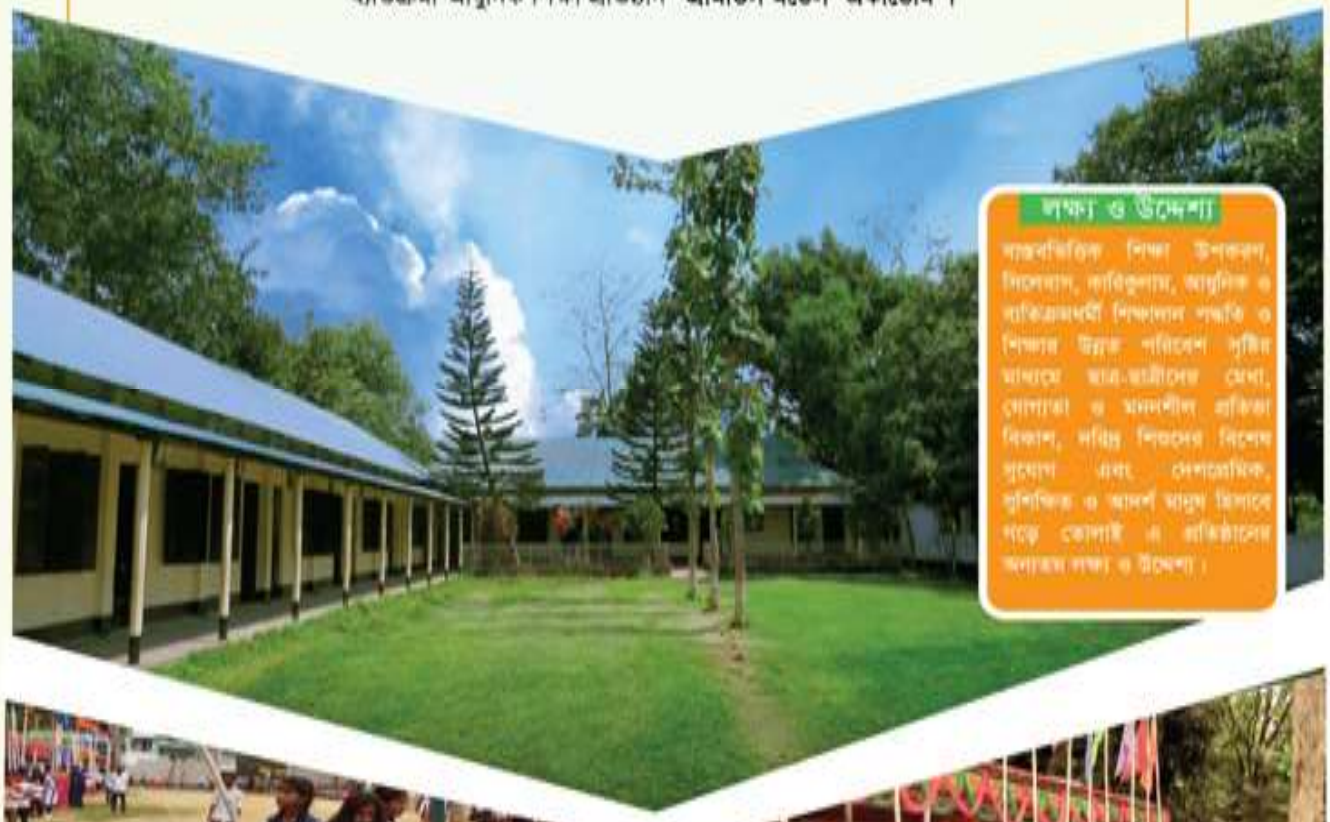

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সাম্প্রতিক শিক্ষা উপকরণ, সিলেবাস, কারিকুলাম, আধুনিক ও প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষার উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা, যোগ্যতা ও মননশীল প্রক্রিয়া বিকাশ, দরিদ্র শিশুদের বিশেষ সুযোগ এবং দেশপ্রেমিক, সুশিক্ষিত ও আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলাই এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

মডেল একাডেমির তথ্যসমূহ:

- পাঠদান ঃ প্রে থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত
- মোট ছাত্র-ছাত্রী ৭৫৬ জন
  - ছাত্র ৩৮০ জন
  - ছাত্রী ৩৭৬ জন
- শিক্ষক/শিক্ষিকা ২৫ জন

বৈশিষ্ট্য:

- ১০০% মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম।
- প্রতিটি ক্লাশরুম সিসি ক্যামেরা, মাল্টিমিডিয়া টিভি এবং অডিও সিস্টেম দ্বারা মনিটরিং করার ব্যবস্থা।
- মেধাবী ও পরিশ্রমী শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক কম্পিউটার ল্যাবটরির মাধ্যমে ৩য় শ্রেণি থেকে পাঠদান।
- ৫ম ও ৮ম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি পরীক্ষায় ভাল ফলাফল হওয়ার জন্য বিশেষ কোচিং ব্যবস্থা।
- সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা।
- দরিদ্র ও সংস্থার উপকারভোগীদের সন্তানদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেয়া।
- ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ।
- দুর্বল ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিশেষ পাঠ দানের ব্যবস্থা।
- মেধাবীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান।
- সাংস্কৃতিক কর্মসূচি, খেলাধুলার টিম তৈরি এবং দক্ষদের গিফট ও বৃত্তি প্রদান।

৪.৪ জরুরী চিকিৎসা, সাহায্য, ত্রান ও পূর্নবাসন প্রকল্প।

বাংলাদেশের জনগণকে প্রতি বছরই কোন না কোন দুর্যোগ মোকাবেলা করে টিকে থাকতে হয়। বিশেষ করে বন্যা, ঝড়, টর্নেডো, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মানুষ, গবাদিপশুসহ জনগণের জানমাল ও সম্পদের ক্ষতি সাধিত হয় যা জাতীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। গ্রামাউস প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে তাৎক্ষনিকভাবে সহযোগিতা ও জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে। এ জন্য গ্রামাউসের নিজস্ব অর্থায়নে ও উপকারভোগীদের এককালীন প্রদানকৃত টাকায় নিরাপত্তা ও সাহায্য তহবিল গঠন করা হয়েছে। পরবর্তীতে পিকেএসএফ প্রদত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল সংযোজন করে উক্ত 'নিরাপত্তা ও সাহায্য তহবিল' আরো বিস্তৃত করার মাধ্যমে দুর্যোগগ্রস্ত মানুষকে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপি করোনা ভাইরাস নামক মহামারী আকারে দেখা দেওয়ায় মানব জীবন এক প্রকার স্থবির হয়ে পড়ে। গ্রামাউস এর পক্ষ থেকে করোনা সংক্রমন প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রকার জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি করোনার প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জন্য আর্থিক সহযোগিতা সহ খাদদ্রব্য বিতরণ করেছে।

নিম্নে করোনা প্রাদুর্ভাব -এ গ্রামাউস এর পক্ষ থেকে গৃহিত কার্যক্রম এবং প্রদেয় সহায়তার বিবরণ ঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম ও প্রকৃত ব্যয়ের বিবরন		
	ব্যয়ের খাত	সুবিধাভোগী/ আইটেম সংখ্যা	সর্বমোট ঃ খাতে ব্যয়ের পরিমান
১	করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সমিতির সদস্যদের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরন (ময়মনসিংহ ও গাজীপুর জেলায়)	৬০,০০০ টি	৬৩,৫০০/-
২	মাস্ক/মেডিকেল ইক্যুপমেন্ট/জীবানুনাশক বিতরন (ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলায়)	৩,০০০ টি	১,২১,০০০
৩	জনপ্রতি ২টি করে গ্লাভস ও ১টি করে Xinc-B ট্যাবলেটের খোতল বিতরন (ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলায়)	১,০০০ টি ও ৫০০টি	৫৫,০০০/-
৪	হাত ধোয়ার স্থাপনা স্থাপন (ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলায়)	১৫ টি	১৫,০০০/-
৫	করোনা চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল/অস্থায়ী স্থাপনা স্থাপন (ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলা হাসপাতালে)	১ টি	২১,০০০/-
৬	খাদ্য সামগ্রী বিতরন (ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলায়)	১,৭০০ টি	৬,০২,৫০০/-
৭	প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি পর্যায়ে নগদ অনুদান প্রদান ঃ-	-	-
৭.১	পিকেএসএফ এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে প্রদান	-	১,৫০,০০০/-
৭.২	ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসকের ত্রান তহবিলে প্রদান	-	২,০০,০০০/-
৭.৩	ফুলপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ত্রান তহবিলে প্রদান	-	১,০০,০০০/-
৮	স্টাফদের চিকিৎসা বাবদ ব্যয়	-	১,৫৭,৫০০/-
৯	অন্যান্য ব্যয়	-	৭,৩৮০/-
সর্বমোট ব্যয় ঃ-			১৪,৯২,৫৮০/-

এ পর্যন্ত গ্রামাউস কর্তৃক নিরাপত্তা ও সাহায্য তহবিলের বিবরণ ঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	সদস্য	ছেলে	মেয়ে	মোট	সাহায্যকৃত টাকার পরিমাণ
০১	বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে সহায়তা	-	-	-	-	
০২	চিকিৎসা সহায়তা	১২৫	৪৫	৬৫	২৩৫	২,৮২,০৯০/-
০৩	বিয়ে	-	২০	৪২	৬২	৯০,৬০০/-
০৪	মৃত্যুজনিত সাহায্য	৩০	৮	-	৩৮	১৮০,০০০/-
০৫	অন্যান্য	০২	০৫	০৯	১৬	২০,৬০০/-
		১৫৭	৩৩	৫১	৩৫১	৫,৭৩,২৯০/-

নিরাপত্তা তহবিলের আওতায় সংগঠিত সমিতির সদস্যদের মাঝে ঋণ মওকুফ, চিকিৎসা সাহায্য প্রদানের বিবরণ:-

ক্রমিক	বিবরণ	উপকারভোগীর সংখ্যা	সাহায্যের পরিমান
০১	মৃত, সদস্যদের ঋণ মওকুফ	১৮০ জন	১৬,৪০,৩৮০/-
০২	উপকারভোগীদের চিকিৎসার জন্য সাহায্য প্রদান	৩৮৪ জন	৫,৯০,৮২০/-
০৩	উপকারভোগীদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য সাহায্য প্রদান	১৯৬ জন	২,১০,৯৯০/-
	মোট	৭৬০ জন	২৪,৪২,১৯০/-

৪.৫ উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি (NFPE)

"সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা" ২০২১ সালের মধ্যে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সকল শিশু যাতে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম পূর্ণ করতে পারে তা নিশ্চিত করা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার এ অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনকে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য গ্রামাউস তার কর্ম এলাকার শিশু, কিশোর-কিশোরী, বয়স্ক, ঝরে পড়া শিশু ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কর্মজীবী শিশুদের নিরক্ষরতা দূরীকরণে ১৯৯৪ সাল থেকে BRAC এর সহযোগিতায় ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। বর্তমানে BRAC এর সহযোগিতায় ফুলপুর উপজেলায় ৩০ টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করছে। এলাকার দরিদ্র পরিবারের মোট ৯০০ জন শিক্ষার্থী উক্ত শিক্ষাকেন্দ্র সমূহের মাধ্যমে লেখা পড়া শেখার সুযোগ গ্রহণ করছে। গ্রামীণ নিগৃহীত ঝরে পড়া শিশুদেরকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করা এবং অভিভাবকদের শিক্ষার প্রতি সচেতন ও আগ্রহী করা এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। সেই সাথে সমৃদ্ধিকর্মসূচির আওতায় ৩৫ টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১০৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রদাণ করা হচ্ছে।

৪.৬ গ্রামাউস শিশু কানন কর্মসূচি

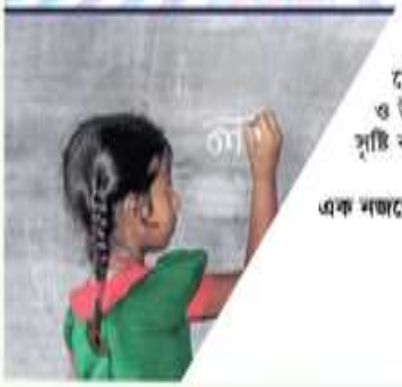

গ্রামাউস সৃষ্টির অন্যতম লক্ষ্য ছিল প্রতিটি দরিদ্র পরিবারের প্রতিটি শিশুকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা এবং তাদেরকে সম্পদে পরিনত করা। তাই সংস্থার শুরু থেকে অদ্যাবধি সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থার সহযোগী সংস্থা হিসাবে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গ্রামাউস এর নিজস্ব উদ্যোগ এবং নিজস্ব অর্থায়নে শুরু হয়েছে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রামাউস শিশু কানন। ময়মনসিংহ জেলার ৭ টি উপজেলায় মোট ২৫০ টি স্কুলের মাধ্যমে শুরু হয়েছে গ্রামাউস শিশু কানন কর্মসূচি। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুদের শিক্ষার হার বৃদ্ধি, শিশুশ্রম থেকে শিশুকে দূরে রাখা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের দরিদ্র কিশোর ছেলেদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রাথমিক শিক্ষা সফলভাবে সম্পূর্ন করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় গমন কাজ এবং সুস্থ নাগরিক হিসাবে বড় হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা।

এক নজরে গ্রামাউস শিশু কাননের বিভিন্ন তথ্য ঃ-

মোট ছাত্র - ২৭৬১ জন
মোট ছাত্রী - ২৮৬৫ জন
মোট - ৫৬২৬ জন

৪.৭ মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প

দেশের বিদ্যমান নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে কার্যকর জীবন দক্ষতাভিত্তিক সাক্ষরতা প্রদান করার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় সম্পূর্ণ সরকারী অর্থায়নে " মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) বাস্তবায়িত হচ্ছে। গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস) ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করেছে।

উদ্দেশ্য ঃ

- দেশের ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মোট ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে জীবনদক্ষতা ও মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে "সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রেক্ষাপটে প্রণীত "জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২" এবং "৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা"-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে অবদান রাখা ।
- জাতীয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি-২০০৬ এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ বাস্তবায়নে অবদান রাখা ।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত সকল পর্যায়ে সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবানের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং সরকার, এনজিও ও সামাজিক সহযোগিতা উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

৪.৮ সামাজিক বনায়ন ও নার্সারি প্রকল্প....

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি দেশের মোট আয়তনের ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে রয়েছে মাত্র ৮ ভাগ। ফলে প্রতিবছরই বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, সিডর, আইলা ভাঙন এবং খরা আঘাত হেনে আমাদের দেশের কৃষকের ফসল ও জান-মালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, উপকারভোগীদের নিজস্ব কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ভবিষ্যতের জ্বালানী ও কাঠের চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে গ্রামাউস ১৯৯৫ ইং সাল থেকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্থা কর্ম এলাকায় বাড়ীর আঙ্গিনায় বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পরিবেশ বিপর্যয় রোধে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের নিজস্ব আয় সৃষ্টি, ভবিষ্যৎ জ্বালানী ও কাঠের চাহিদাপুরণ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকল্পে গ্রামাউস তার সংগঠিত সমিতির সদস্যদেরকে নিজেস্ব নার্সারি তৈরি করে চারা উৎপাদন, বাড়ীর আশেপাশে ও রাস্তার দু-ধারে বৃক্ষরোপণে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ কার্যক্রমকে আরো সফল করার জন্য সংস্থার GIDI প্রকল্পের ৭ শতাংশে জমিতে নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে। ইফাদ ও ডিএই এর সহায়তায় পরিচালিত সাইপ প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্থার সকল উপকারভোগীকে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের পর ৫টি করে ফলজ, বনজ ও ঔষধি চারা প্রতিবছর নাম মাত্র মূল্যে প্রদান করা হচ্ছে।

৪.৯ গ্রামাউস সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ (GIDI)

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এ দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। জাতীয় অগ্রগতির মূল চালিকা শক্তি এখনও কৃষি। সুতরাং কৃষির আধুনিকায়ন ছাড়া জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব নয়। কৃষকদেরকে আধুনিক টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে পরিবেশ-বান্ধব নিবিড় চাষাবাদ পদ্ধতি অবলম্বন করে কৃষিতে যুগান্তকারী পরিবর্তনের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণের নিমিত্তে গ্রামাউস ১৯৯৬ সাল থেকে কৃষি ও পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেয়।

গ্রামাউস দাতা সংস্থার প্রতি নির্ভরশীলতা কমিয়ে নিজস্ব আয়ের মাধ্যমে সংস্থাকে পরিচালিত করার মাধ্যমে আত্মনির্ভর সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ফুলপুর থানা সদর হতে ৩ কিঃ মিঃ ভেতরে প্রায় ১৭ (সতের) একর জমি ক্রয় করে তাতে সমন্বিত কৃষি, মৎস্য, প্রশিক্ষণ ও পোল্ট্রি ও গবাদিপশু উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করেছে ১৯৯৮ সালে, যার নাম দেওয়া হয়েছে Gramaus Integrated Delvelopment Initiative বা গ্রামাউস সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ যা গিডি (GIDI) নামে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এ প্রকল্পে নতুন আবিষ্কৃত কৃষি ও মৎস্য চাষ প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রদর্শনী প্লট তৈরি করা হয় যাতে সংস্থা লাভবান হওয়ার পাশাপাশি উপকারভোগীদের মাঝে প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয়।

কৃষি ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি উন্নয়ন

কৃষি ও কৃষি প্রযুক্তি আধুনিকায়ন, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণে গিডি প্রকল্পে বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, কৃষকদের আধুনিক কৃষি উপকরণ এবং প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ সহ বিভিন্ন দাতা সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্প এর সাথে সম্পৃক্ত থেকে বিভিন্ন ডেমো প্লট স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

মৎস্য চাষ

মৎস্য চাষে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, দেশীয় মাছ সংরক্ষণ, দেশীয় মাছের সম্প্রসারন এর লক্ষ্যে গিডি প্রকল্পের মৎস চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর আওতায় বিলুপ্তপ্রায় বিভিন্ন প্রকারের দেশী জাতীয় মাছ কৈ, মাগুর, শিং, পাবদা ছাড়াও বানিজ্যিক ভাবে মৎস্য চাষ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বনায়ন ও বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি দেশের মোট আয়তনের ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে রয়েছে মাত্র ৮ ভাগ। ফলে প্রতিবছরই বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, সিডর, আইলা, নদী ভাঙন এবং খরা আঘাত হেনে আমাদের দেশের কৃষকের ফসল ও জান-মালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, উপকারভোগীদের নিজস্ব কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ভবিষ্যতের জ্বালানী ও কাঠের চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে গ্রামাউস ১৯৯৫ ইং সাল থেকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্থা কর্ম এলাকায় বাড়ির আঙ্গিনায় বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাছাড়া গিডি প্রকল্পে ফলজ, বনজ ও ঔষধি এই সব ধরনের গাছের এক বিশাল বনায়ন করা হয়েছে।

মানবাধিকার ও মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি

৫.১ আদিবাসীদের অধিকার ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (RLDTP)

বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসীরা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। গ্রামাউস তার কর্ম এলাকায় আদিবাসী পরিবারের অধিকার ও বহুমুখী চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কাজ করছে।

আদিবাসী পরিবারের সদস্যদের দক্ষতাবৃদ্ধি, উন্নয়নকাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তাদেরকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য গ্রামাউস নিম্নে উল্লিখিত কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে -

- আদিবাসীদের সংগঠিত করে দলগঠন।
- বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচি ও অধিকার এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ঋণের চাহিদা নিরূপন করে চাহিদা মাফিক স্বল্প সার্ভিস চার্জে ঋণ প্রদান।
- আদিবাসী পরিবারের মহিলা ও শিশুদেরকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।
- গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণ প্রদান।
- মৌলিক অধিকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি।
- প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় জরুরী চিকিৎসাসহ ত্রাণসামগ্রী বিতরণ।

৫.২ গ্রামাউস ট্রেনিং সেন্টার

প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল ছাড়া টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে, সময়মত পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কাজেই গ্রামাউস এর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা এবং কর্মীদের দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের উদ্দেশ্য নিয়ে ২০১১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে গ্রামাউস এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রামাউস ট্রেনিং সেন্টার (GTC) এর জন্ম হয়।

বৈশিষ্ট্য

- শহরের কেন্দ্রস্থলে কোলাহল ও দূষণমুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে নিরাপদে অবস্থান
- অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।
- একই ভবনে প্রশিক্ষণ, ডাইনিং ও আবাসন এর ব্যবস্থা।
- স্বল্প ব্যয়ে আরামদায়ক আবাসন ও রুচিসম্মত খাবার পরিবেশন।
- দেশের যে কোন স্থান থেকে সহজে ও নিরাপদে যাতায়ত ব্যবস্থা। গাড়ি পার্কিং এর সু ব্যবস্থা।
- প্রশিক্ষণের জন্য উন্নত ও আধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণ ব্যবহারের সুবিধা।
- একই সঙ্গে বিভিন্ন কাজে (ট্রেনিং, মিটিং, সেমিনার, কর্মশালা) ব্যবহারের সুবিধা।
- সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে।

৫.২ গ্রামাউস ট্রেনিং সেন্টার-২

ফুলপুর শহর থেকে মাত্র ৩ কি:মি: ভিতরে অবস্থিত নওয়া গ্রামে ১৭ একর জায়গার উপর গড়ে উঠা গ্রামাউস সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ (গিডি) প্রকল্পের শুরু করেছে গ্রামাউস ট্রেনিং সেন্টার এর ২য় শাখা। মনমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে উঠা এই ট্রেনিং সেন্টারে রয়েছে আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নিরাপদ আবাসিক ব্যবস্থা।

০১। ফুলপুর শহরের ৩ কিমি দূরে অবস্থিত মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত।
০২। অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যবস্থাপক এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।
০৩। দেশের যে কোন স্থান থেকে সহজে ও নিরাপদে যাতায়ত ব্যবস্থা।
০৪। প্রশিক্ষণের জন্য উন্নত ও অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণ ব্যবহারের সুবিধা।
০৫। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আবাসিক কক্ষ।
০৬। সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ পাওয়ার সুব্যবস্থা।
০৭। প্রশিক্ষণার্থী ও আবাসন ব্যবহারকারী অতিথিদের জন্য সুলভ মূল্যে সবধরনের খাবারের ব্যবস্থা।

৫.৩ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসচি

দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা বিবেচনা করে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) বিভিন্ন অন্তর্ভূক্তিমূলক সেবা প্রদানের মাধ্যমে এর কার্যক্রমকে আরো বিন্যস্ত করেছে । মানুষকে কেন্দ্র করে মানব উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় এনজিও সমূহের মাধ্যমে মানবসেবা মূলক এই সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

তারই ধারাবাহিকতায় প্রবীনদের মর্যাদাপূর্ণ , দারিদ্র্যমুক্ত ও নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করতে "জাতীয় প্রবীন নীতিমালা ২০১৩" এর সাথে সঙ্গতি রেখে পিকেএসএফ এর সহায়তায় গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস) প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এর কাজ শুরু করেছে।

কর্মসূচির আওতায় কর্মএলাকায় বাছাইকৃত প্রবীনদের নিয়ে ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও গ্রাম প্রবীন কমিটি গঠন, সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন, প্রবীন ভাতা, নিঃস্ব প্রবীণের নিজ ভূমে নিবাস, প্রবীন স্বাস্থ্যসেবা, শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মাননা, বিশেষ ঋণ সুবিধা ও প্রশিক্ষণ, খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন সহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে অতি দরিদ্র প্রবীণদের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদানের তথ্য ঃ-

কার্যক্রমের নাম	সহায়তা প্রাপ্ত প্রবীনের সংখ্যা
মাসিক পরিপোষক ভাতা প্রদান	৭৫ জন
কম্বল বিতরণ	১১৯ টি
ছাতা বিতরণ	২০ টি
কমোড বিতরণ	২০ টি
ওয়াকিং ষ্টিক বিতরণ	২০ টি
হুইল চেয়ার বিতরণ	২ টি

রীনা বেগম– একজন সাবলম্বী নারী

বর্তমান বিশ্বে গ্রামীন ক্ষুদ্র কৃষক তাদের পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ এবং টেকসই কৃষিকাজের মাধ্যমে জমির সঠিক এবং সর্বোচ্চ ব্যবহার করে পরিবারের জন্য অতিরিক্ত উপার্জন নিশ্চিত করতে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। বিশ্বের প্রায় অর্ধেক নারী এবং বর্তমান সময়ে বিশ্বের কর্মজীবি মানুষের ও অর্ধেক নারী এবং কৃষি কাজেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নারীর এই অগ্রযাত্রার সাথে তাল মিলাতে বিশ্বের খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন দাতা সংস্থার সাথে স্থানীয় এনজিও গুলো কাজ করে যাচ্ছে। গ্রামাউস এর ফুলপুর শাখার ৪৭ নং সাহাপুর মহিলা সমিতির সভানেত্রী রীনা বেগম কৃষি অগ্রযাত্রায় নারীর ভূমিকার একজন সক্রিয় কুশিলব।

খরিয়া নদীর পাড় ঘেষে ফুলপুর উপজেলার চর সাহাপুর গ্রামের বাসিন্দা রীনা বেগম এবং তার স্বামী মোঃ নুরুল ইসলাম এর। নুরুল ইসলাম পেশায় একজন কৃষক। নদী বিধৌত এবং দোঁআশ মাটি বিস্তৃত এলাকায় জনজীবনের আয়ের প্রধান উৎস কৃষি। উৎপাদিত কৃষি পণ্যের মধ্যে মৌসুমী ফসল এবং বিভিন্ন ধরনের সব্জির আবাদের জন্য উৎকৃষ্ট অঞ্চল হিসাবে পরিচিত। গ্রামীন জনজীবনের সাথে অভ্যস্থ্য রীনা বেগম এর কৃষি নির্ভর জীবন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। কেননা খুব বেশি পড়ালেখা জানা নেই তার। তার স্বামীর ও একই অবস্থা। রীনা বেগমের স্বামী নুরুল ইসলাম এর পৈত্রিক ভিটা-মাটি ছাড়া সামান্য একটু ফসলী জমি-ই মোট সম্পদ।

রীনা বেগমের এর স্বামী নুরুল ইসলাম নিজস্ব জমী এবং অন্যের জমিতে দিনমুজুর হিসাবে কাজ করে দিনানিপাত করতেন। ৩ মেয়ে এবং স্বামী স্ত্রী নিয়ে ৫ জনের সংসার। সংসারের জন্য কোন কিছু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তিনি সিদ্ধান্ত নেন স্বামীর সাথে তিনিও সংসারের আয়ের অংশীদার হবেন। সেই উদ্দেশ্যেই গ্রামাউস এর ফুলপুর শাখার ৪৭নং সাহাপুর মহিলা সমিতি নামে ১টি কেন্দ্র তার বাড়ীতে বসার ব্যবস্থা করেন এবং সভানেত্রী হিসেবে সমিতি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে প্রথমে ৫০০০/-ঋণ নিয়ে বাড়ীর আঙ্গিনায় শাক-সবজি চাষ শুরু করেন। স্বামীর দৈনন্দিন রোজগার থেকে কিছু কিছু করে টাকা অন্যত্র সরিয়ে রেখে সপ্তাহ শেষে সমিতির কিস্তি পরিশোধ করা শুরু করেন। এই ভাবে ১ বছরে সমিতির ঋণ শেষ করেন। সমিতির ঋণ দিয়ে যে সবজি চাষ করেছিলেন তা থেকে ২০০০০/- টাকা আয় হয়। ২য় দফায় ২৯০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে এবং সবজি বিক্রির টাকা থেকে ১১০০০/- টাকা যোগ করে মোট ৪০০০০/- টাকা দিয়ে ১ দেশীয় ভাল জাতের দুধের গাভী ক্রয় করেন। গাভীর দুধ বিক্রির টাকা দিয়ে ঋণের কিস্তি দেয়া শুরু করেন। এ দিকে মেয়েদেরকে পড়াশুনায় এগিয়ে নিতে হবে এ চিন্তায় বড় ও মেজো মেয়েকে এক সাথে গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করান। বাচ্চাদের পড়াশুনা সংসারের খরচ অন্যদিকে সমিতি কিস্তি সবই মোটামুটি ভালই চলছে। এই ভাবে ৩য় দফায় ৪০০০০/-টাকা ঋণ নিয়ে এবং সংসারের বাৎসরিক আয় থেকে ২০০০০/- টাকা যোগ করে আবার ও ১টি দেশীও বিদেশী ক্রসের দুধের গাভী ক্রয় করেন। পাশাপাশি সবজি চাষের পরিমান বাড়তে থাকে। বর্তমান অর্থাৎ ৪র্থ দফায় আবার ৪০০০০/- ঋণ গ্রহণ করে ব্যাপক ভাবে সবজি চাষ শুরু করেন। সংসার দেখাশুনার পাশাপাশি রীনা আক্তার সবসময় গরু দেখাশুনা ও কৃষি কাজে স্বামীকে সহযোগীতা করেন। এই ভাবে দিন দিন রীনা আক্তারের সংসার উন্নতির দিকে ধাবিত হতে থাকে। বর্তমানে তার বাড়ীতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা, নিরাপদ পানির সু-ব্যবস্থা সবই সুন্দর ভাবে গুছাতে পেরেছেন এতে তিনি নিজেকে গর্বীত মনে করেন এবং গ্রামাউসের প্রতি কৃতজ্ঞ। বর্তমানে চর সাহাপুর গ্রামে রীনা আক্তারের পরিবার সব দিক দিয়ে সুখী ও সমৃদ্ধিশীল।

কেইস স্টাডি

দরিদ্রতার বেড়াজাল থেকে আসমা উল হুসনা একজন উদ্যোক্তা

জীবনের অতি ছোট ছোট সম্ভাবনা এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিন্তা চেতনা গুলো শুধুমাত্র মাথার ভিতরে ঘুন পোকার মতো বাসা না বেধে তা যদি আলোর মুখ দেখে তবেই একজন মানুষ পারে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে। স্বপ্নহীন মানুষের চোখে মুখে যখন কেবলই হতাশার পাখি ডানা ঝাপটাতে থাকে, তখন বেশিরভাগ মানুষ-ই চোখে মুখে অন্ধকার দেখে হতাশার রাজ্যে নিমজ্জিত হতে থাকে। কিন্তু সবাই এই রকম করেনা। কেউ কেউ আবার এরই মাঝে খুঁজে ফেরে সম্ভাবনার দুয়ার। অক্লান্ত চেষ্টা, জীবনের অকাট্য লক্ষ্য এবং কঠোর পরিশ্রম এই তিন বিষয়ের সংমিশ্রণে ঠিকই খুঁজে বের করে বেঁচে থাকার পথ।

আসমা উল হুসনা ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এর তিন কুনা পুকুর পার এলাকার বাসিন্দা। সাইদুল মিয়া তার ২ সন্তান নিয়ে জীবন সংগ্রামে কোন মতে টিকে আছে তখন আসমা-উল-হুসনা ও চেষ্টা করে কোন একটা করে স্বামীর পাশে দাড়ানোর। কিন্তু কি করবে কোথায় করবে, এই সব ভাবতে ভাবতে অনেকটা শখের বশেই সেলাই এর সুচ নিয়ে বসে পড়ে, এলাকার অনেক মেয়েদেরকেই দেখেছে এই কাজ করে সফলতা পেতে। তেমনি একজনের অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়ে শুরু করে সেলাই এর কাজ। গার্মেন্টস থেকে সুয়েটার আসে আর তারা সেগুলোতে ডিজাইন গুলোর উপর হাতের কাজ করে দেয়। প্রতিটি সেলাইয়ে ১০ টাকা করে পায়। আসমা উল হুসনা বুঝতে পারে এই কাজটার জন্যই সে এতদিন অপেক্ষা করে ছিল। সেও চিন্তা করে সে আর কারো অধীনে কাজ করবেনা। সে নিজেও একজন উদ্যোক্তা হবে । কিন্তু সমস্যা হয়ে দাড়ালো ঢাকার গার্মেন্টস এর সাথে লিয়াজো এবং প্রয়োজনীয় কিছু পুজি। এক সময় একটা লিংকে পেয়ে যায় ঢাকার গার্মেন্টস এর সাথে যোগাযোগ করার। তাতে কাজও হয়, কিন্তু সমস্যা হিসাবে থেকে যায় প্রাথমিক মূলধন।

গ্রামাউস দরিদ্র, আর্থিক ভাবে অসচ্ছল মহিলাদের যারা অর্থের অভাবে নিজেরাও পরিবারের আয়ের অংশীদার হতে পারছেনা, তাদের সহায়তার জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় আসমা-উল-হুসনা কে গ্রামাউস সদর শাখার তিনকোনা পুকুরপাড় মহিলা সমিতির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত তাকে আর্থিক ভাবে সহযোগিতা করার চিন্তা ভাবনা করে এবং এক পর্যায়ে আসমা-উল-হুসনাকে আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করা হয়।
সেই টাকা দিয়ে আসমা-উল-হুসনা বাসার কাছে একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানেই গড়ে তোলে তার কারখানা । এলাকার দরিদ্র মহিলাদের বিনামূল্যে কাজ শিখিয়ে তাদের কে দিয়ে হাতের কাজ গুলো করিয়ে নিতে থাকে। ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় আসমা-উল-হুসনা আর ব্যবসার পরিধিও বাড়তে থাকে। এদিকে গ্রামাউস এর ঋণের মেয়াদ শেষ করে আবারো ঋণ নিয়ে নিজের স্বামীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। স্বামীকে কিনে দেয় একটি সিএনজি। বর্তমানে তার স্বামী অত্যন্ত সফলতার সাথে সিএনজিও কিস্তি পরিশোধ করে নিজস্ব একটি গাড়ির মালিক হয়েছে আর আসমা-উল-হুসনা তার অধীনে ৫০-৬০ জন দুঃস্থ মহিলাদের নিয়ে গড়ে তোলেছেন তার স্বপ্নের ব্যবসা।

আসমা উল হুসনা একজন উদ্যোক্তা, নিজের সততা, স্বপ্নের প্রতি অবিচল এবং কঠোর পরিশ্রম করার মানসিকতা আজ তাকে একজন সফল ব্যক্তি হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
আসমা উল হুসনার এই পথ চলার মাঝে গ্রামাউস এর কর্মীদের সর্বাত্মক সহায়তা, পরামর্শ এর জন্য গ্রামাউস এর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মাছ চাষে আব্দুস সাত্তার একজন সফল উদ্যোক্তা

মধ্যবর্তী আয়ের দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচককে এগিয়ে নিতে হলে প্রয়োজন সফল উদ্যোগী গড়ে তোলা। সরকারী বা বেসরকারী চাকুরীর আশা না করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সম্পদের সঠিক ব্যবহার করে উদ্যোগী হয়ে উঠার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক এই অগ্রগতির ধারাকে চলমান রাখার মাধ্যমে সক্রিয় ভূমিক পালন করা সম্ভব। ফুলপুর উপজেলার টিকরী, রহিমগঞ্জ গ্রামের মোঃ আব্দুস সাত্তার নিজস্ব উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন নিজস্ব এক মৎস খামার। গতানুগতিক ধারাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে রেখে উদ্যোমী আব্দুস সাত্তার নিজস্ব উদ্যোগে গড়ে উঠা মৎস খামার একদিকে দেশে মাছের চাহিদা পূরনে ভূমিকা পালনের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করছেন।

ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় রক্ষনশীল পরিবারে বেড়ে উঠা আব্দুস সাত্তারের লেখাপড়ার গতি পেড়োতে পারেননি। নিজে কিছু একটা করার মানষিকতা থেকেই পৈত্রিক সম্পত্তির পাশাপাশি স্থানীয় কৃষকেদের কাছ থেকে জমি লিজ নিয়ে ২০০৮ সালে স্বল্প পরিষরে শুরু করেন দেশীয় মাছের চাষ। ১ম বছর মোটামুটি পরিমান লভ্যাংশে থাকলেও থমকে যাননি আব্দুস সাত্তার। ২য় বছর আরেকটু বড় পরিসরে শুরু করার মানষিকতা নিয়ে এগিয়ে যান তিনি। বাধা হয়ে দাড়ায় পুঁজি। সেই সময় তার পাশে দাড়ায় গ্রামাউস। গ্রামাউস এর সুফলন কার্যক্রমের মৌসুমী ঋণের আওতায় আব্দুস সাত্তার কে মাছ চাষ করার জন্য ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। তার পর আর পেছন ফিতে তাকাতে হয়নি আব্দুস সাত্তার কে । ২০১৮ সালে গ্রামাউস তার লেনদেন এর সন্তুষ্ট হয়ে ৭,০০,০০০ (সাত লক্ষ) টাকা ঋন সহায়তা প্রদান করেছে। বর্তমানে ৬ একর জায়গার উপর গড়ে তুলেছেন বিশাল মাছের খামার। সেই সাথে উন্নত জাতের ছাগল পালনের জন্য নিজ বাড়িতেই গড়ে তুলেছেন ছাগলের খামার। বর্তমান তার খামাওে প্রায় ৩০টি উন্নত জাতের ছাগল এবং ৪ টি উন্নত জাতের গাভি রয়েছে।

গ্রামাউস এর সুফলন কর্মসূচির আওতায় মৌসুমী ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় প্রান্তি চাষি, বেকার যুবকদের বিভিন্ন কৃষি খামার গড়ে তোলার জন্য অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান সহ কারিগরী সহায়তা প্রদান করে থাকে। গ্রামাউস এর অর্থনৈতিক এবং কারিগরী সহায়তা নিয়ে আব্দুস সাত্তার বর্তমান যুব সমাজের গতানুগতিক না হয়ে নিজস্ব চেষ্টায় আর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে গড়ে তুলেছেন নিজস্ব মৎস খামার। এতে করে তিনি যেমন সৃষ্টি করতে পেরেছেন কর্মসংস্থান তেমনি যুবসমাজের কাছে একজন উদাহরণ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

ভিক্ষুক আকিকুল মিয়া এখন উদ্যোমী আকিকুল

আগে আমি জীবনে আঙ্কাইর দেখতাম অহন হলক দেহি" কথাগুলো পঞ্চাশোর্ধ গৃহিনী সোলেনা বেগমের। চোখে মুখে কৃতজ্ঞতার ছাপ, চাহনিতে আত্মবিশ্বাসের ঝলক এবং কণ্ঠস্বরে আত্মশক্তিতে বলিয়ান ও জীবন সংগ্রামে টিকে থাকা একজন গৃহকর্মী সোলেনা বেগম।

সোলেনা বেগমের স্বামী মোঃ আকিকুল ইসলাম ঠিকানা ঃ ফুলপুর উপজেলার ৫ নং ফুলপুর ইউনিয়ন এর চর পশ্চিম বাখাই। জীবনের প্রয়োজন এবং পরিস্থিতির শিকার হয়ে একসময় ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নিতে হয়েছিল। ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি প্রচন্ড ঘৃণা থাকলেও কিছুতেই বের হতে পারছিলনা সে গন্ডি থেকে। একটা বলয়ের মধ্যে আটকা পড়েছিল দিন দিন। ক্রমশই ছোট হয়ে আসছিল নিজের পৃথিবী, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী সবাই আকিকুলকে ভিক্ষুক হিসাবেই মেনে নিয়ে ঐভাবেই মূল্যায়ন শুরু করেছিল। কিন্তু মেনে নিতে পারেনি আকিকুল নিজে এবং তার স্ত্রী সোলেনা বেগম। প্রবাদে বলে " ভিক্ষার চাল যার পেটে যায় সে নাকি কোটিপতি হলেও আর ভিক্ষা ছাড়তে পারেনা" কথাটা অনেকাংশে সত্যি হলেও আমাদের আকিকুলের জন্য এই প্রবাদটা প্রযোজ্য ছিলনা। আকিকুল মিয়ার ছিল এই টানন থেকে বের হবার প্রচন্ড ইচ্ছা শক্তি এবং সংসার জীবনে ৩ ছেলে এবং ২ মেয়ের জননী সোলেনা বেগমের অনুপ্রেরনা। শুধুমাত্র প্রয়োজন ছিল একটু সাপোর্ট একটু ধাক্কা..

২০১০ সালে গ্রামাউস ৫ নং ফুলপুর ইউনিয়নে সমৃদ্ধি প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নানামুখি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ধীরে ধীরে ৫ নং ফুলপুর বাসীর মনে আস্থার জায়গায় স্থান করে নেয়। ৫ নং ফুলপুরের গিড়ি প্রকল্পে স্থাপিত হয় সমৃদ্ধি প্রকল্প অফিস। আর আকিকুল মিয়ার জন্য জীবন বদলে দেওয়া সেই বার্তাটা গ্রামাউস থেকেই আসে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির ভিক্ষুক পুর্নবাসন কার্যক্রমের প্রথম ধাপে ৫ জন ভিক্ষুকের মধ্যে আকিকুলও একজন যাদের প্রত্যেককে পুনবাসনের জন্য ১ লক্ষ করে টাকা প্রদান করা হবে। ঠিক এই টার জন্যই অপেক্ষা করছিল আকিকুল ও সোলেনা বেগম। শুরু হয় জীবনের আরেকটা নতুন অধ্যায়।

১ লক্ষ টাকা অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত হয়ে গ্রামাউস এর কর্মীদের সহায়তায় আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম এর মধ্যে ৬০০০০/- টাকা দিয়ে ১টি গাভি, ২০০০/- টাকার হাঁস মুরগী ক্রয় করেন। সোলেনা বেগম নিজেও স্বামীর সাথে অংশগ্রহণ করতে চায় জীবনের এই যুদ্ধে। ৮০০০/- টাকা খরচ করে শুরু করে ফেরী ব্যবসা। সোলেনা বেগম মাথায় করে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য গ্রামে গিজ্ঞি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বিক্রয় করতে থাকে অবশিষ্ট টাকা দিয়ে একটি খাকার ঘর তৈরী করেন। ভাগ্যের চাকা তখন আপনা আপনিই ঘুরতে থাকে।

ভিক্ষুক আকিকুল থেকে উদ্যোমী আকিকুল হয়ে উঠার সাথে জীবনের অন্ধকার বলয়টা আস্তে আস্তে কেটে যেতে থাকে। জীবনটা এখন আর আগের মতো একঘেয়ে লাগেনা। আস্তে আস্তে সামাজিক স্বীকৃতিও মিলতে থাকে আর তারই ফল স্বরূপ স্থানীয় মসজিদের মোয়াজ্জিনের দায়িত্ব দেওয়া হয় আকিকুল ইসলাম কে।

ভিক্ষাবৃত্তির আসক্তি আকিকুল ইসলামকে গ্রাস করে খেয়ে ফেলতে পারেনি চিরজীবনের জন্য । সে চেয়েছিল এই বলয় থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। তার সাথে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল গ্রামাউস এবং পিকেএসএফ। সার্বক্ষনিক মানসিকভাবে শক্তি সাহস দিয়ে এবং নিজে পরিশ্রম করে স্ত্রী সোলেনা বেগম স্বামীর সম্মান ফেরাতে সহায়তা করেছেন এবং সেই সাথে নিজেও হয়েছেন আত্ম-বিশ্বাসী, আত্ম-প্রত্যয়ী এবং আপন আলোয় আলোকিত একজন মানুষ।

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০

গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস)

ময়মনসিংহ।